'কাঞ্চনজঙ্ঘা-সিরিজের' দ্বাবিংশ গ্রন্থ

প্রকাশক—শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব-সাহিত্য-কুটীর
২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

দাম—বারো আনা

প্রিণ্টার—এস. সি. মজুমদার
দেব-প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

মিন্টু

জামলু

কল্যাণীয়েষু—

৫২এ, বেণী নন্দন ষ্ট্রীট,
কলিকাতা, মাঘ, ১৩৪৯

—মেসোমশাই

…রক্তাক্ত দেহ দেখিয়া সুনীল শিহরিয়া উঠিল !…

স্বর্গের সিঁড়ি

প্রথম পরিচ্ছেদ

জাগ্রত সুশীল

ব্যারাকপুরের পর ইছাপুর।

ইছাপুরে গঙ্গার তীর। তীরে ঘন বাঁশ-ঝাড়। কালীপূজার পর সেদিন সন্ধ্যার সময় এই বাঁশ-ঝাড়ের পিছনে এক তরুণ যুবা দাঁড়াইয়াছিল। যুবা বাঙালী। ওপারে গরুটী-গ্রাম। ওপারে ঘন গাছের কেয়ারির আড়ালে সূর্য্য অনেকক্ষণ অস্ত গিয়াছে। বাঁশ-ঝাড়ে ঘন ঝোপের আড়ালে সতর্কভাবে নিজেকে বেশ প্রচ্ছন্ন রাখিয়া যুবা চাহিয়া ছিল নদীর দিকে। নদীর বুকে জেলেদের একখানি নৌকা। মাঝ-গঙ্গার বুকে নৌকাখানি স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। নৌকায় লোকজন—তাদের সাড়া-শব্দ নাই! দেখিলে মনে হয়, যেন নদীতে জাল ফেলিয়া মাছের আশায় তারা নৌকায় বসিয়া আছে...

স্বর্গের সিঁড়ি

এমন চুপচাপ তারা বসিয়া আছে প্রায় আধ-ঘণ্টা। জাল তুলিবার নাম নাই!

তাদের পানে চাহিয়া এ-পারে বাঁশ-ঝাড়ে প্রতীক্ষা-রত যুবা অস্থির হইয়া ভাবিতে লাগিল, উহারা কি ভাবিয়াছে? গঙ্গার বুক বহিয়া এই ভাঁটার টানে যত মাছ কলিকাতার দিকে ভাসিয়া চলিয়াছে, তাদের সবগুলাকেই জালে ধরিবে?

যুবার পরণে খাকী হাফ-প্যাণ্ট, গায়ে হাত-কাটা টুইল-সার্ট। তার বয়স প্রায় সাতাশ বৎসর। চেহারা দেখিলে মনে হয়, খেলা-ধূলায় এক্সপার্ট! এবং কোনো ক্লাব হইতে সদ্য আসিয়া যেন এখানে ঐ বাঁশ-ঝাড়ে ঢুকিয়াছে!

যুবার নাম সুশীল।

একাগ্র-দৃষ্টিতে জলের বুকে ঐ নৌকার পানে সুশীল চাহিয়া আছে। মৃদু বাতাসে বাঁশের পত্র-পল্লব দুলিতেছে··· সে দোলায় সর্-সর করিয়া শব্দ। নদীর তীরে আর কোনো শব্দ নাই! ওপারে দূরে কোথায় কার বাড়ীতে পূজারতি হইতেছে···ঘণ্টার শব্দ। মাঝে মাঝে ঢাকে কাঠি পড়িতেছে! সে বাদ্য-ধ্বনি হাওয়ায় গঙ্গার বুকের উপর দিয়া এখানে ইছাপুরের এই বেণু-কুঞ্জে ভাসিয়া আসিতেছে!

সূর্য্য অনেকক্ষণ অস্ত গিয়াছে। সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে বাঁশ-বনে মশার ফৌজ বিজয়-অভিযানে বাহির হইয়াছে।

স্বর্গের সিঁড়ি

ব্যাণ্ড বাজাইয়া দলে দলে বাহির হইয়াছে। তাদের ব্যাঙের শব্দে সুশীলের কাণে যেমন তালা ধরিবার জো, কামড়েও তেমনি জ্বালা!

অন্ধকার দিকে দিকে ঘন নিবিড় হইয়া নামিতেছিল! ওপারে কাদের ইটের পাঁজায় আগুন জ্বলিতেছে। আগুনের সে-আলোয় নৌকাখানা এখনো দেখা যায়। এবং দেখিলে তখনি মনে হয়, নৌকায় যারা আছে, তারা যেন ডাঙ্গার সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়া ঐ নৌকাতেই কিছুদিন না হোক, অন্ততঃ আজিকার রাত্রিটা কাটাইয়া দিবে!

সুশীলের অস্থিরতার সীমা নাই! সে এখানে অসিয়াছে··· বেলা তখন পাঁচটা। তখনো বাঁশের বনে ফাঁকে-ফাঁকে অস্ত-সূর্য্যের লাল আলো ঝল্‌মল্ করিতেছে!···আর এখন···

বোধ হয় সাতটা বাজে!···

নৌকায় লোক আছে চার-জন। চার-জনই বাঙালী··· অন্ততঃ পোষাক দেখিয়া তাই মনে হয়। চার-জনেই ভদ্রস্থানীয়। সমবয়সী নয়। না হইলেও বুঝা যায়, চার-জনে খুব অন্তরঙ্গতা!

উহারা যে মৎস্য-ব্যবসায়ী নয়, এবং মাছ ধরিবার উদ্দেশ্যে নৌকায় চুপ করিয়া বসিয়া নাই,···এ-কথা সুশীলের অবিদিত নয়!

স্বর্গের সিঁড়ি

তবু কি জন্য এতখানি আগ্রহ লইয়া সুশীল এমন নিষ্পলক নেত্রে উহাদের পানে চাহিয়া মশার কামড় সহ্য করিতেছে, তাহা বুঝিতে হইলে গোড়ার কথা একটু খুলিয়া বলিতে হয়।

সুশীল যতক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, আমরা ততক্ষণ সেই কথাটা খুলিয়া বলি।

সুশীলের বাড়ী কলিকাতায়। সুশীল আই-এ পাশ করিয়াছে। পাশ করিয়া বি-এ পড়িতেছিল, এমন সময় বাড়ীতে ঘটিল মহা-দুর্ঘটনা! সে দুর্ঘটনার ফলে বেচারীকে লেখাপড়া ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে।

সুশীলের বয়স যখন সাত-আট বৎসর, তখন তার বাবা মারা যান। কাকা বিনোদবাবু সুশীলের ভার লইলেন। নিজের ছেলের মতোই স্নেহে-যত্নে তাকে লালন করিতেছিলেন। কাকার ছিল কলিকাতা রাধাবাজারে কাগজ-কলম ও ষ্টেশনারীর মস্ত বড় দোকান। কাকার সে-কারবারে অংশীদার ছিলেন সূর্য্যকুমার চৌধুরী। এই সূর্য্যকুমারের উপর বিনোদবাবুর বিশ্বাস ছিল অপরিসীম। কারবার-পরিচালনার ব্যাপারে সূর্য্যকুমার যাহা করিত, সে সম্বন্ধে বিনোদবাবু কখনো একটি প্রতিবাদ করিতেন না!

স্বর্গের সিঁড়ি

সুশীল আই-এ পাশ করিল। বিনোদবাবুর হইল কঠিন ব্যাধি,—পক্ষাঘাতের মতো! নড়িতে পারেন না! সূর্য্যকুমার তখন বেপরোয়া ভাবে কারবারের হাল ধরিল। এবং দু'বছরের মধ্যে বাজারে বহু টাকা দেনা করিয়া গলা টিপিয়া তিন-পুরুষের কারবারটির হত্যা-সাধন করিল।

কারবার গেলে সঙ্গে সঙ্গে দেনার দায়ে বেচারী বিনোদ-বাবুর বাড়ী-ঘরে টান পড়িল। যথাসর্ব্বস্ব বেচিয়াও থই পাইবার উপায় রহিল না! তখন পাঁচজনের সামনে মুখ দেখাইবেন কি করিয়া? তার উপর এই পক্ষাঘাত-রোগ—নড়িবার সামর্থ্য নাই, এত দেনা কি করিয়া শুধিবেন? বিনোদবাবু তখন আত্মহত্যা করিয়া সকল যাতনার অবসান করিলেন।

মৃত্যুর পূর্ব্বে সুশীলের নামে বিনোদবাবু একখানি পত্র লিখিয়া গেলেন।

লিখিলেন,

বাবা সুশীল,

যে-হতভাগা আমার এ-সর্ব্বনাশ করিল, তার সে বিশ্বাস-ঘাতকতার শাস্তি যদি দিতে পারো, তাহা হইলে আমার আত্মা স্বর্গে বা নরকে যেখানেই থাকুক, তৃপ্তিভরে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিবে! বংশের সুপুত্র বলিয়া তোমার সে-গৌরবে গৌরব বোধ করিবে!

কাকা

স্বর্গের সিঁড়ি

কাকা ছিলেন নিঃসন্তান। কাকিমা চার বৎসর পূর্ব্বে ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, কাজেই কাকার মৃত্যুতে সুশীলের আপন-জন বলিতে পৃথিবীতে আর কেহ রহিল না।

কাকার শোচনীয় মৃত্যু এবং মৃত্যু-কালে সুশীলের উপর এই প্রতিশোধ লইবার ভার-অর্পণ…সুশীলের মনে কাঁটার মতো বিঁধিয়া আছে! এ বিপত্তিতেও যে সুশীলকে পথে দাঁড়াইতে হয় নাই, তার কারণ, মাতামহ। সন্তানাদি ছিল না; মাতামহ নৃসিংহ মিত্তির ছিলেন নামজাদা ধনী; নৃসিংহ মিত্তিরের মৃত্যুর পর তার ধন-সম্পত্তি, মায় জমিদারী, সে-সবের মালিক হইয়াছে সুশীল।

সুশীল বহুদিন বসিয়া চিন্তা করিয়াছে, কি করিয়া প্রতিশোধ লওয়া যায়? ইতিহাসের কাহিনীতে বা গল্পে-উপন্যাসে যেমন পড়িয়াছে, মৃত্যু-কালে গুরুজন প্রতিশোধ-গ্রহণের ভার অর্পণ করিয়া যান এবং সে আদেশ-পালনে মানুষ হত্যা-সাধন করিতে অগ্রসর হয়, সে-পথ ঠিক হইবে না। মানুষকে খুন করা— তা সে মানুষ যত বড় দুর্জ্জন হোক,—রাক্ষসের কাজ! খুনী…ও-নামে সারা মন ঘৃণায় রী-রী করিয়া ওঠে। তাছাড়া আইন-পুলিশের দিনে ও-ভাবে প্রতিশোধ লইতে গেলে হয় ফাঁশি-কাঠ, না হয় দ্বীপান্তর। তাহাতে লাভ?

অতএব খুন নয়!

স্বর্গের সিঁড়ি

তবে ?

কি করিয়া তবে সে শোধ লইবে ? সূর্য্যকুমারের বিশ্বাস-ঘাতকতার শাস্তি কি করিয়া দিবে ? তাহা লইয়া ক'বৎসর কত জল্পনা করিয়াছে, তার ঠিক নাই। তার উপর সূর্য্যকুমারের কোন পাত্তা নাই।

সে কি শুধু বিনোদের সর্ব্বনাশ করিয়াছে ? সূর্য্যকুমারের বেইমানির ফলে কত লোকের দারুণ অর্থহানি হইয়াছে, কত বেচারা-কর্ম্মচারীর সঞ্চয়ের টাকা জলে গিয়াছে, তার হিসাব নাই। সকালে-সন্ধ্যায় এখনো তারা ভগবানকে ডাকিয়া সূর্য্যকুমারের সর্ব্বনাশ কামনা করে।

দু'দিন আগে সুশীল খবর পাইয়াছে, ইছাপুরে ন-পাড়ার প্রান্তে গঙ্গার ধারে গোল-পাতার ঘর রচিয়া সেই ঘরে গা-ঢাকা দিয়া সুশীল বাস করিতেছে। ক'জন সঙ্গী এখনো তাহাকে আশ্রয় করিয়া আছে। সেই সঙ্গীরা তার সহায়...তার পাহারাদারী করে। এদিকে কেহ আসিতেছে দেখিলে বা খপর পাইলে তখনি তারা সূর্য্যকুমারকে সতর্ক করিয়া দেয়। এবং সঙ্গীদের সঙ্কেতে সূর্য্যকুমার এমন নিঃশব্দে গা-ঢাকিয়া সরিয়া পড়ে যে এ-পর্য্যন্ত কাহারো সাধ্য হয় নাই, সূর্য্যকুমারের কেশাগ্র স্পর্শ করে।

যে-লোক এ খপর দিয়াছিল, সে-লোকটি কাকা বিনোদের

কারবারে বিল-সরকারের কাজ করিত। চাকরি করিয়া বেচারী প্রায় হাজার-খানেক টাকা জমাইয়াছিল; সে-টাকাগুলি সুদে খাটাইয়া চার-ডবল করিয়া দিবে লোভ দেখাইয়া তার সে হাজার টাকাও সূর্য্যকুমার উদরসাৎ করিয়াছে! পাগলের মতো সে সূর্য্যকুমারের ছায়ার পিছনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! এ-ছাড়া তার আর অন্য কাজ নাই! তার কাছে খপর পাইয়া সুশীল আজ আসিয়াছে ইছাপুরে গঙ্গার ধারে···অতি-নিঃশব্দে···সূর্য্যকুমারের তত্ত্ব লইতে!

স্থির করিয়া আসিয়াছে, যদি সূর্য্যকুমারের সন্ধান পায়, খুন নয়, জখম নয়, নিঃশব্দে গিয়া পুলিশকে খপর দিবে। সূর্য্যকুমারের নামে আদালতে পাঁচ-সাতটা ফৌজদারী মকর্দ্দমা ঝুলিতেছে। সূর্য্যকুমারের নামে হুলিয়া * আছে। পুলিশের হাতে একবার তাকে সঁপিয়া দিতে পারিলে যে-পাপ সে করিয়াছে, তার খানিকটা সাজা তাকে পাইতেই হইবে!

---

* 'হুলিয়া' কাহাকে বলে, জানো? কেহ চুরি-জুয়াচুরি প্রভৃতি অপরাধ করিলে তার বিরুদ্ধে পুলিশে বা কাছারিতে যে-মকর্দ্দমা দাখিল হয়, সে-মকর্দ্দমায় সে হাজির না হইলে কোর্ট হইতে তার নামে গ্রেফতারী-ওয়ারেণ্ট বাহির হয়। সে-ওয়ারেণ্ট সত্ত্বেও যদি সে ধরা না পড়ে, তখন বাহির হয় হুলিয়া বা Proclamation (হুলিয়ার) আসামীকে যে-কোনো ব্যক্তি গ্রেফতার করিতে পারে। গ্রেফতার করিয়া আসামীকে থানায় বা আদালতে হাজির করাইতে হয়। তখন আদালতে তার বিরুদ্ধে মকর্দ্দমা চলে।

স্বর্গের সিঁড়ি

তা঎

অঘটন

সূর্য্যাস্তের পর প্রায় দেড় ঘণ্টা কাটিয়া গেল, সুশীল তবু তেমনি স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে! শেষে পা টন্‌টন্ করিতে লাগিল। অন্ধকারে হাত দিয়া অনুভব করিয়া পতিত একটা গাছের জীর্ণ ডাল পাইয়া সেই ডালের উপরে সে বসিল। বসিয়া পা দু'খানা ছড়াইয়া দিল—পা দু'খানাকে স্বচ্ছন্দ করিবার জন্য।

পাঁচ মিনিট পরে দেখে, নৌকা তীরের দিকে আসিতেছে! নৌকায় আলোর মৃদু ছটা! বুঝিল, উহাদের কাছে টর্চ্চ আছে। সেই টর্চ্চের আলোয় তীর লক্ষ্য করিয়া নৌকা আসিতেছে।

সুশীল উদগ্রীব হইয়া বসিয়া রহিল। নিস্তব্ধ নিশ্চল···যেন পাথরের মূর্ত্তি!

নৌকা আসিয়া তীরে লাগিল।

নৌকা হইতে তারা নামিল। নিজেদের মধ্যে কথা হইতেছিল···সে-কথা সুশীল শুনিল।

একজন বলিল—আর একটা দিন কাটলো!

আর-একজন বলিল—এদিককার সব বন্দোবস্ত না করে এমনি সরে-সরে আর কত দিন থাকবে? কোনোমতে 'দুর্গা' বলে দেখে-শুনে ব্যবস্থা করে ফ্যালো, তারপর ঘাটশিলার বনে যে-আশ্রম বানিয়েছো, নিশ্চিন্ত হয়ে সেখানে গিয়ে বসো।

এক-নম্বর বলিল—ভাবছি, কত দিনে যে সকলের নজর সরবে। এত পয়সা নিয়ে বনে-বনে ভয়ে-ভয়ে যদি দিন কাটে, তাহলে এ-পয়সা ভোগ করবো কবে?

তিন-নম্বর বলিল—কেন তোমার এত ভয়, বুঝি না। ভোগ করতে চাইলে মনে সাহস আনা চাই। তুমি কেন ভয় করো, বুঝি না। আমি বলি, আর-একটা নতুন নাম নাও··· নিয়ে চেহারাখানার ভোল একটু বদলাও··ব্যস্। আছে সুধন্যকুমার নাম···নাম নাও তপনচাঁদ মল্লিক। কে তোমার নাগাল পায়, দেখি।

এক-নম্বর বলিল—তাই করবো।

কথা কহিতে কহিতে ক'জনে ওদিকে ঝাঁকড়া একটা অশ্বথ-গাছের পিছনে অদৃশ্য হইয়া গেল।

ওদিক দিয়া সকলে ঐ পাতার ঘরে প্রবেশ করিল···সুশীল সতর্কভাবে দাঁড়াইয়া আছে···লক্ষ্য উহাদের পানে। ভাবিল, একবার দেখা যাক, ওরা ঐখানে থাকিবে, না, আর কোথাও

স্বর্গের সিঁড়ি

…তারপর গিয়া এখানকার পুলিশে খপর দিবে। বলিবে, তিন-চার নম্বর মকর্দ্দমার ফেরারী আসামীর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে…সূর্য্যকুমার চৌধুরী। ওর নামে চার-পাঁচখানা হুলিয়া আছে। আসিয়া পাকড়াও করো!…

এই কথা ভাবিয়া সতর্ক-নিঃশব্দ পায়ে সুশীল বাঁশ-বন হইতে বাহিরে আসিল। ঘরের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সতর্কভাবে অগ্রসর হইল…দু' কাণ এবং চোখের দৃষ্টি ঐ ঘরের দিকে… আরো কোনো কথা শুনা যায় কি না!…

চলিতে চলিতে সামনে একটা ঘন ঝোপ। ঝোপের পিছনে দাঁড়াইয়া সেই ঘরের পানে চাহিবামাত্র দেখিল, এদিকে জানলা খোলা; এবং সেই খোলা জানলার ভিতর দিয়া আলো দেখা যাইতেছে। আলোয় মানুষের ছায়া! ছায়া যেন সন্তর্পিত গতিতে চলিয়াছে!

ছায়ার সে সন্তর্পিত গতি দেখিয়া সুশীলের কৌতূহল জাগিল। ঝোপের পিছনে দাঁড়াইয়া নির্নিমেষ দৃষ্টিতে সে চাহিয়া রহিল সেই খোলা জানলার পানে।

ছায়া সুরিয়া চলিয়াছে! তার পর জানলার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। সে-আলোয় সুশীল তখন সুস্পষ্ট দেখিল, যার ছায়া, সে পুরুষ-মানুষ নয়…মেয়ে-লোক!

মেয়ে-লোক দেখিয়া সুশীলের বিস্ময়ের অন্ত রহিল না!

এই বদমায়েসরা তাহা হইলে এখানে স্ত্রী-পুত্র লইয়া বাস করিতেছে।

সে ছায়া-মূর্ত্তি জানলার ধারে স্থির ধীর…ছায়া নিষ্কম্প …যেন দাঁড়-করানো পুতুল! তারপর সে-ছায়ার পাশে আর একটা ছায়া আসিয়া দাঁড়াইল…পুরুষ-মানুষের ছায়া। দুটি ছায়া অচল-অটল…প্রায় পাঁচ মিনিট। তারপর দুজনেই সরিয়া গেল।

সুশীলের মনের মধ্যে নিমেষের দ্বিধা! ভাবিল, মেয়েদের মাঝখানে পুলিশ ডাকিয়া আনিবে?

তারপর প্রায় পনেরো মিনিট…ওদিকে কোনো সাড়া-শব্দ নাই। আলো তেমনি জ্বলিতেছে…জানলার পাশে কোনো ছায়া নাই আর!…

কৌতূহল-ভরে সুশীল ধীরে ধীরে আসিয়া জানলার বাহিরে দাঁড়াইল; এবং খুব সতর্কভাবে জানলার মধ্য দিয়া ভিতরে দুই চোখের উৎসুক দৃষ্টি প্রেরণ করিল।

তার বুকের মধ্যে যেন এঞ্জিন চলিয়াছে…তেমনি ধক্‌ধক্ শব্দ!…হঠাৎ সে-স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ঘরের মধ্য হইতে নারী-কণ্ঠে আর্ত্তনাদ—ফ্যালো, আমায় মেরে ফ্যালো…তবু আমি তোমাদের সঙ্গে যাবো না…যাবো না…কক্‌খনো যাবো না!

স্বর্গের সিঁড়ি

এ আর্ত্তনাদের উত্তরে পুরুষ-কণ্ঠে কথা জাগিল—ওর মুখের মধ্যে কাপড় গুঁজে দিতে পারিস না নন্দ? চীৎকার শুনে কে শেষে এসে পড়ুক আর কি!

আর-একজন বলিল—হামি লোক কাম চাহি…একটা বাচ্ছা মেয়ে…তাকে এতো তোষামোদ করতেছিস্ কেনো?… হামাদের কুথা না শুনে, হাত-পা বাঁঢো…বাঁটিয়ে পাণিতে চুবন ডও…ই [illegible]ডা…

এ কথার উত্তরে সুশীল শুনিল, কে বলিল—তুমি থামো সাহেব…পাণিতে চুবোলে আমাদের লাভ হবে না…কাজও এগুবে না! কাজ যদি চাও, তাহলে ওকে ভয় দেখিয়ে, মার-ধোর করে যেমন করে পারো, বশ করতে হবে! জানো, ও কত টাকার মালিক! তাছাড়া বেলগেছেয় ওর যে-বাড়ী আছে, সে-বাড়ী হাতে পেলে তোমার ব্যবসা একেবারে ফ্যালাও করতে পারবে!

কণ্ঠস্বর শুনিয়া সুশীল ভাবিল, যে-লোকটা পাণিতে ডালি দিবার আদেশ দিয়াছিল, সে কি তবে সেই মার্কিন বদমায়েস সিম্পসন? খবরের কাগজে পড়িয়াছে, লোকের মুখে গল্প শুনিয়াছে, জুয়াড়ি-জুয়াচোর সিম্পসন এখানে একটা দল খুলিয়াছে। দল জড়ো করিয়া মার্কিনী-বুদ্ধি লইয়া নানাভাবে লোক ঠকাইতেছে! লোকটাকে অনেকে বলে, 'ভস্মলোচন'!

স্বর্গের সিঁড়ি

যার উপর তার নজর পড়ে, তার আর পরিত্রাণ নাই। সিম্পসনের লোভাতুর মন আর দৃষ্টির আগুনে তাকে ছাই হইতে হইবে।

সে ভাবিল, বাচ্ছা-মেয়ে! বাচ্ছা-মেয়েকে কিসের লোভে ধরিয়া আনা?···মার্কিন-জাত সভ্যতার গর্ব্ব করে···আর সেই মার্কিন ছোট একটা মেয়েকে পীড়ন করিতে উদ্যত! আশ্চর্য্য!

সুশীল এখন কি করিবে? কুটীরে নিরস্ত্র প্রবেশ করিয়া মেয়েটিকে উদ্ধার করিবার কল্পনা···বাতুলতা!···সিম্পসনের কাছে নিশ্চয় পিস্তল-বন্দুক আছে···তার দলের লোকের হাতেও কি অস্ত্র নাই? তবে!

পুলিশে গিয়া খপর দিবে? পুলিশ আসিয়া এত-বড় শয়তানকে সদলে গ্রেফতার করুক: মনে আবার তখনি সংশয় জাগে! ইছাপুরের থানা এখানে নয়···ব্যারাকপুর-ট্রাঙ্ক রোড যেখানে শ্যামনগরের দিকে গিয়াছে, সেই মোড়ে! সে-মোড়··· সেই ষ্টেশনের কাছে! আসিতে-যাইতে যার নাম প্রায় এক-ঘণ্টা সময়। তারপর গিয়া সংবাদ দিলেই কি পুলিশ আসিবে? এ কি বায়োস্কোপের পুলিশ? না, বিলাতের পুলিশ যে তখনি কর্ত্তব্য-জ্ঞানের নামে আরাম-স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করিয়া ক্ষিপ্রকারিতায় চমৎকৃত করিয়া দিবে? ইন্‌স্‌পেক্টরবাবু

স্বর্গের সিঁড়ি

হয়তো সন্ধ্যার পর বসিয়া গড়গড়ার নল মুখে দিয়া তামাক টানিতেছেন···সিপাহী-চৌকিদারের দল রন্ধনে ব্যস্ত···নয় 'শুখা' টিপিতেছে! খপর দিলে সে-খপর সম্বন্ধে লক্ষ প্রশ্ন তুলিবে, তারপর সে প্রশ্নের জবাবে যদি খুশী হয়, খেয়াল হয়, তবেই তোড়-জোড় করিয়া যাবার উদ্যোগ করিবে! তাহাতেই তো একটি ঘণ্টা কাটিয়া যাইবে! এত দেরীতে এরা যদি দল-সমেত মেয়েটিকে লইয়া ওদিকে উধাও হইয়া যায়!···

আর-একটা কথা মনে জাগিল। খপর শুনিয়াছিল, সেই সূর্য্যকুমার এখানে আসিয়া লুকাইয়া বাস করিতেছে। একটু আগে যে-সব কথা শুনিয়াছে, নৌকা হইতে নামিয়া যারা ঐ ঘরে প্রবেশ করিল, তাদের মুখে···তারপর যা দেখিল, ঘরে একটি মেয়ে-লোক···এবং একটু পরে মেয়ের কণ্ঠে ঐ আর্ত্তনাদ···

এ-ব্যাপার যেন হেঁয়ালির মতো জাল বুনিতে সুরু করিয়াছে!···অনুশোচনা হইতে লাগিল। হায়, হায়, আসিবার সময় আত্মরক্ষার জন্য যদি কাকাবাবুর সেই গুপ্তি-ছড়িটা সঙ্গে আনিত!···

হঠাৎ ঘরের মধ্যে একটা দাপাদাপি শব্দ···যেন ঝড় বহিল!

স্বর্গের সিঁড়ি

অদৃষ্টে যা ঘটে ঘটুক···ভাবিয়া সুশীল ভয়হীন স্থির চিত্তে ধীরে ধীরে গিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল।···

দু'পা কাঁপিতেছে···সামনে উঠান। উঠানের কোণে একটা হারিকেন-লণ্ঠন জ্বলিতেছে···দুজন লোক উঠানে একটি মেয়েকে বহিয়া আনিল। মেয়েটির হাত-পা বাঁধা—মুখে কাপড় জড়ানো। মেয়েটিকে তারা উঠানের উপর শোয়াইয়া দিল। মেয়েটি নড়ে না! সুশীল ভাবিল, অজ্ঞান হইয়া গেল না কি?

তরুণ বয়স···এ-বয়সে ভয়-ডরের চেয়ে পরের জন্য দরদ-মায়াই মনে বেশী করিয়া জাগে। সে দরদ-মায়ার বশে তরুণ কিশোরের দল প্রাণ তুচ্ছ করিয়া বিপন্ন আর্ত্তকে বিপদ হইতে রক্ষা করিতে ছোটে! রক্ষা করিতে পারিবে কি না, রক্ষা করিতে গিয়া নিজের প্রাণ যাইতে পারে, এ-সব কথা তার মনে উদয় হয় না!

সুশীল তরুণ যুবা। চোখের সামনে নিরীহ বালিকাকে এমন বিপন্ন দেখিয়া কোনো কথা না ভাবিয়াই সে একেবারে উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল···

দাঁড়াইয়া ভাবিল, সামনা-সামনি না যাওয়াই ভালো। কি জানি, বাহিরের লোক দেখিয়া ইহাদের অত্যাচার যদি আরো নিদারুণ হয়!

স্বর্গের সিঁড়ি

এ-কথা মনে উদয় হইবামাত্র সুশীল সন্তর্পণে সকলের অলক্ষ্যে রোয়াকে আসিয়া উঠিল। রোয়াকের পাশে একটা কামরা। সতর্ক হইবার বাসনায় সুশীল সেই কামরার মধ্যে ঢুকিল।

কামরায় হারিকেন-লণ্ঠন জ্বলিতেছে। লণ্ঠনের সে আলোয় সুশীল কামরায় যাহা দেখিল, চমকিয়া শিহরিয়া উঠিল!...

যে-লোকের শয়তানীর শোধ দিবার জন্য এত দিন সে একান্ত-মনে যার সন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে, সেই সূর্য্যকুমার... রক্তাক্ত দেহে মেঝেয় লুটাইতেছে!

ঐ দুরাত্মারাই তবে সূর্য্যকুমারকে হত্যা করিয়াছে? নিশ্চয় তাই!

সুশীলের মাথা ঘুরিয়া গেল! সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিল। মনে হইল, যেন ভূমিকম্প হইতেছে! এবং সে-ভূমিকম্পের বেগ সহিতে না পারিয়া সুশীল কোনোমতে টলিতে-টলিতে মেঝের উপরে বসিয়া পড়িল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জাল পুলিশ

যখন চেতনা ফিরিল, চারিদিকে তখন নিঝুম স্তব্ধতা! সে স্তব্ধতার মাঝখানে হারিকেনের আলোয় দেখে, ঐ সূর্য্যকুমারের রক্তাক্ত শবদেহ!

সুশীল ভাবিল, এখানে কাঠ হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। যারা খুন করিয়া গিয়াছে, তারা নিশ্চয় জানে, সুশীল এখানে আসিয়াছে!...এবং এখানে তারা আর একদণ্ড থাকে নাই...পলাইয়াছে!

কিন্তু সেই মেয়েটি? যার আর্ত্ত চীৎকার শুনিয়া সুশীল এ কুটীরে প্রবেশ করিয়াছে? খুনীর দল কি তাকে ধরিয়া লইয়া গেল?

এখানে মৃতদেহের পাহারাদারী করার কি প্রয়োজন? তার চেয়ে ঐ বিপন্ন মেয়েটিকে উদ্ধার!

সুশীল উঠিয়া দাঁড়াইল এবং নিঃশব্দে উঠানে আসিল।

উঠানের পশ্চিম-কোণে একটা ঘর। সে ঘরের চাল ফুঁড়িয়া আলোর রশ্মি দেখা যাইতেছে...অথচ নিস্তব্ধ ঘর...

স্বর্গের সিঁড়ি

অগ্রসর হইয়া সুশীল সেই ঘরের দিকে চলিল···দাওয়ায় উঠিল। দাওয়ার উপরে একখানা শাবল পড়িয়া আছে।

কি মনে হইল, শাবলখানা কুড়াইয়া লইল; তারপর ঘরের দ্বারে আঘাত করিল।

দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ। ঘরের মধ্য হইতে পুরুষের পরুষ-কণ্ঠে স্বর জাগিল—কে?

সুশীলের বুকখানা ধবক্ করিয়া উঠিল! ঘরে মানুষ আছে! খুনীর দল নয় তো?

সুশীল বলিল—দোর খোলো···

ভিতর হইতে উত্তর—নবাব-বাহাদুরের হুকুম নাকি?

সুশীল বলিল—হ্যাঁ!

ভিতরের লোক এবারে জবাব দিল না।

সুশীল তখন সবলে ঘরের দ্বারে শাবলের ঘা মারিল।

সঙ্গে সঙ্গে দ্বার খুলিয়া বাহির হইল দুজন লোক··· একজনের বাঙালী-বেশ, আর একজনের পরণে শর্ট আর সার্ট!

বাঙালী বলিল—কি চাই?

সুশীল বলিল—তোমরা খুনী···তোমাদের ধরিয়ে দিতে চাই!

বাঙালী বলিল—হুঁ···

বলিয়াই মুখ বাঁকাইয়া রুদ্র মূর্ত্তিতে সে ঘুষি বাগাইল।

স্বর্গের সিঁড়ি

শর্ট-পরা লোকটা বলিল—আঃ নন্‌ডো। যার-তার সঙ্গে কি করিস!...তারপর সুশীলের পানে চাহিল, চাহিয়া বলিল—তুমি পুলিশ আছো?

সুশীল বলিল—না।

সে বলিল—তবে ভাগো। আমাদের ঝাঁকে মাথা গলাইতে আসিয়ো না...তাহা হইলে দেহের উপর মাথা আর রাখিতে পারিবে না।

বলিয়া লোকটা তার পকেট হইতে একটা পিস্তল বাহির করিল, বলিল—এটার কি নাম, জানো?

কম্পিত বুকে সুশীল দেখিল, পিস্তল!

লোকটা বলিল—ইহার নাম অস্ত্র...এ অস্ত্র মানুষের প্রাণ লয়! তুমি বালক...জীবনের সব কটা দিন তোমার সম্মুখে! সরিয়া পড়ো!

সুশীল বলিল—ও-ঘরে কে...দেখতে চাই।

বাঙালী-লোকটা খিঁচাইয়া উঠিল, বলিল—কেন দেখবে, শুনি?

সাহেবী-পোষাক-পরা লোকটা কৌতুকস্বরে বলিল—দেখিবে? অল্‌ রাইট্‌...বাহির হইতে ত্থাখো...

বলিয়া সে দ্বার খুলিয়া দিল। দিয়া ঘরে টর্চ্চের আলো ফেলিল।

স্বর্গের সিঁড়ি

সে-আলোয় সুশীল দেখে, সর্ব্বনাশ! মুখে কাপড় এবং দড়িতে হাত-পা-বাধা একটি মেয়ে! এবং ও মেয়েটি···? ও মুখ তার চেনা!···হিরণ্ময়ী!···শশীবাবুর মেয়ে!

সুশীল বলিল—শশীবাবুর মেয়েকে তোমরা ধরে এনেছো! ···ওকে ছেড়ে দাও।

বাঙালী-লোকটি বলিল— কেন ছেড়ে দেবো, শুনি?

সুশীলের চোখের সামনে যেন নৃমুণ্ডমালিনী নাচিয়া উঠিলেন! সুশীল বলিল—দিতেই হবে ছেড়ে! নাহলে···

কথা শেষ না করিয়া সুশীল তার হাতের শাবল তুলিল··· আক্রমণের ভঙ্গীতে।

সাহেবী-পোষাক-পরা লোকটি তার হাতের শাবল কাড়িয়া লইল। বলিল—তোমার এখানে আসিবার অভিপ্রায় কি জানিতে চাই···বলো···আমি পুলিশ-অফিসার।

—পুলিশ-অফিসার! যদি পুলিশ-অফিসার হও, তাহলে এই মেয়েটির উপর এ-অত্যাচারের কারণ?

সাহেবী-পোষাক-পরা লোকটি বলিল—কারণ, আমরা আসিয়াছি খুনীর সন্ধানে···তাছাড়া সূর্য্যকুমার নামে ফেরারী আসামীর সন্ধানেও আসিয়াছিলাম! সূর্য্যকুমার খুন হইয়া ও-ঘরে পড়িয়া আছে···এই বালিকাকে আমরা এখানে খুনীদের দলে দেখিয়াছি। বালিকা কোনো কথা কবুল করিবে না।

তার উপর চীৎকার করিয়া দলের লোককে হুঁশিয়ার করিবে, এজন্য বালিকার মুখ-হাত-পা বাঁধিয়াছি। এখন জানিতে চাই, তুমি কে? এবং এখানে এ-রাত্রে কেন আসিয়াছ?

সুশীল বলিল—কিন্তু ও যে হিরণ্ময়ী···শশীবাবুর মেয়ে··· খুনীর দলে ও থাকিবে কি দুঃখে?

সাহেবী-পোসাক-পরা লোক বলিল—সে কথা পরে··· এখন তুমি আমার কথার জবাব দাও। তুমি কে? এবং এখানে কেন আসিয়াছ?

সুশীল বলিল—আমি খপর পেয়েছিলুম, ফেরারী আসামী সূর্য্যকমার এখানে আছে। তাই তার সন্ধান পেলে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেবো বলে আমি এসেছিলুম।

সাহেবী-পোষাক-পরা লোক বলিল—বটে! তাহা হইলে তোমার সে-উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছে! সূর্য্যকুমার আজ থানা-পুলিশ-আদালতের গণ্ডী পার হইয়া চলিয়া গিয়াছে!···আমরাও এখানে আসিয়াছিলাম ঐ সূর্য্যকুমারের সন্ধানে। আসিয়া দেখি, সূর্য্যকুমারের মৃতদেহ পড়িয়া আছে এবং সে-মৃতদেহের সামনে বসিয়া এই বালিকা!···বালিকা কোনো কথা কবুল করিবে না! তাই আমার থানায় লোক পাঠাইয়াছি···চৌকিদার ডাকিতে। চৌকিদার আসিলে বালিকাকে গ্রেফ্‌তার করিয়া থানায় লইয়া যাইব!

এ কথা শুনিয়া সুশীল শিহরিয়া উঠিল! শশীবাবুর মেয়ে হিরণ্ময়ী…সে এখানে ফেরারী আসামী সূর্য্যকুমারের বাড়ীতে বাস করিতেছে! যে-সূর্য্যকুমার তাদের পরম শত্রু?

অসম্ভব!

সুশীল শশিভূষণকে জানিত। কলিকাতায় ঝামাপুকুরের কাছে মস্ত বাড়ী। ধনী ব্যক্তি। হিরণ্ময়ী সেই শশিভূষণের একমাত্র কন্যা!

ইহারা পাগল হইয়াছে? বলে, হিরণ্ময়ী ঐ ফেরারী আসামীর লোক?

সুশীল বলিল—আপনার কথা শুনে আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি। হিরণ্ময়ী খুব বড় লোকের মেয়ে। তার বিষয়-সম্পত্তি অগাধ। সে এখানে এই কুঁড়েয় এসে বাস করবে সূর্য্যকুমারের সঙ্গে!

সে-লোকটা বলিল—এ সংবাদ জানো কি, সূর্য্যকুমার ছিল ঐ হিরণ্ময়ীর মামা?…আমরা পুলিশের লোক…কোনো সংবাদ সঠিক বলিয়া প্রমাণিত না হওয়া পর্য্যন্ত আমারা লোকজনকে ধরি না। যাক, তোমার সঙ্গে বাক-বিতণ্ডার প্রয়োজন নাই! বালিকা যতক্ষণ না সব কথা প্রকাশ করিয়া বলিবে, ততক্ষণ উহার মুক্তি নাই। এবং তার এই বাক্‌হীনতার জন্যই হয়তো আসামী বলিয়া তাকে আমরা বিচারের জন্য আদালতে চালান দিব!…বালিকার জন্য যদি তোমার মনে দয়া জাগিয়া থাকে,

তাহা হইলে আদালতে মামলা চলিবার সময় উকিল-ব্যারিস্টার লাগাইয়া তার মুক্তির চেষ্টা করিতে পারো। হা! হা! হা!

এই কথা বলিয়া সাহেবী-পোষাক-পরা লোকটি তার সঙ্গীর পানে চাহিল, বলিল—এসো ননডো! ঘরে তালা লাগাও! এইখানে তুমি পাহারাদারী করো…যতক্ষণ পর্যন্ত না থানা হইতে চৌকিদার আসে।…আমি পায়ে-পায়ে চলিয়া থানার দিকে যাই।…আমাকে রিপোর্ট লিখিতে হইবে।…

সাহেবী-পোষাক-পরা লোক গমনোদ্যত হইল। বাঙালীটি ঘরের দ্বারে তালা-চাবি দিল…সুশীল বিহ্বলের মতো দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। নির্বাক নিস্পন্দ। তার মাথার মধ্যে রক্তস্রোত চঞ্চল-চপল। নন্ডো? একটু আগে ও নাম শুনিয়াছে। এরা কারা?

সুশীলের মুখে কথা নাই। নিস্পন্দ দাঁড়াইয়া সুশীল দেখিল, তার চোখের সামনে নন্দ সে-ঘরের দ্বারে তালা-বন্ধ করিল। ঘরের মধ্যে রহিল বন্দিনী হিরণ্ময়ী! এবং সাহেবী-পোষাক-পরা পুলিশ দুম্-দুম্ শব্দে বাহির হইয়া গেল!

বাহিরে পেচক ডাকিল। পেচকের সে-স্বরে সুশীলের চেতনা ফিরিল। সুশীল ডাকিল—নন্দ…

নন্দ তখন খুশী-মনে বিড়ি ধরাইয়াছে! সুশীলের ডাকে নন্দ তার পানে চাহিল।

স্বর্গের সিঁড়ি

সুশীল বলিল—তোমাদের বিপদে পড়তে হবে। হিরণ্ময়ী খুব বড় লোকের মেয়ে···বনেদী-ঘরের মেয়ে। ও-মেয়ে ককৃখনো শয়তান সূর্য্যকুমারের সঙ্গী হতে পারে না! ওকে এখানে পেয়েছো, তার কারণ, হয়তো ঐ শয়তান সূর্য্যকুমার ওকে ওর ঘর থেকে ভুলিয়ে, না হয় চুরি করে ধরে এনেছে!

নন্দ বলিল—অত চিন্তায় আমার দরকার? মাথার উপরে অফিসার রয়েছে। তার হুকুম তামিল করাই আমার কাজ! এতে আমার কি দায়-অদায় থাকতে পারে?

সুশীল বলিল—তা বলে' ঐ কচি মেয়ে···তাকে বেঁধে রাখবে? ও কি ছাগল? না, গরু?

নন্দ বলিল—এত চিন্তা করছেন কেন, মশায়! এখনি তো ইন্‌স্‌পেক্টর আসছে। মেয়েটির যদি কোনো দোষ না থাকে, তাহলে এসেই ওকে ছেড়ে দেবে!···এখন এক কাজ করি আসুন···এখানে পাহারাদারীর কি দরকার? যে-ঘরে লাশ পড়ে আছে, একবার সেখানটা দেখে এলে কি হয়? যদি কোনোরকম নিশানা কিছু মেলে···

সুশীলের ইচ্ছা ছিল না। তবু যাইতে হইল। এখানে এ-লোকটার সঙ্গে বসিয়া কি-কথা কহিবে? তার চেয়ে···

সে বলিল—চলো।

নন্দর সঙ্গে সুশীল আসিল সূর্য্যকুমারের ঘরে। নন্দর হাতে

স্বর্গের সিঁড়ি

হারিকেন-লণ্ঠন। সেই লণ্ঠন নাড়িযা তা'রি আলোয নন্দ খুব সতর্কভাবে চারিদিক দেখিতে লাগিল ··বিজ্ঞের ভঙ্গীতে ! যেন তার এ-দেখায় কোথা হইতে রহস্য-মীমাংসার মস্ত সন্ধান মিলিবে !

সুশীল চুপ করিযা দাঁড়াইযা রহিল। সে ভাবিতেছিল, পুলিশ আসে, আসুক ! আসিযা যা খুশী, তদারক করুক। তাই বলিয়া সে এখানে দাঁড়াইযা থাকে কেন ? থানায গেলে ভালো হয় ! ইন্সপেক্টর যদি আসিতে বিলম্ব করে, হিরণ্ময়ী ততক্ষণ মুখ হাত পা-বাঁধা থাকিযা অনর্থক কষ্ট পায কেন ?

এই কথা ভাবিযা সে বলিল—আমি থানাতেই যাই। এ-ঘরে লাশের সামনে···কেমন মাথা ঘুরছে।

সুশীল দ্বারের দিকে ফিরিল। সঙ্গে সঙ্গে মাথার উপর যেন চালাখানা ভাঙ্গিয়া পড়িল। প্রচণ্ড আঘাত ! সঙ্গে সঙ্গে নন্দর অট্টহাস্য ! নন্দ বলিল—থানায় যাওয়াচ্ছি বাপধনকে !

চোখের সামনে আলো গেল নিবিযা···সুশীল আচ্ছন্নের মতো হুমড়ি খাইযা মেঝেয পড়িযা গেল।

স্বর্গের সিঁড়ি

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ডিটেক্‌টিভ-অফিসে

তারপর সুশীল যখন চোখ চাহিল, দেখে, ঘরের দ্বার-জানলা খোলা ; এবং সেই খোলা জানলার মধ্য দিয়া এক-ঝলক রৌদ্র আসিয়া পড়িয়াছে। বাহিরে পাখী ডাকিতেছে!

সুশীল উঠিয়া বসিল। মাথায় অত্যন্ত বেদনা। পড়িয়া থাকিলে এ-বেদনার উপশম হইবে না!

সে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ধীরে ধীরে ঘরের বাহিরে আসিল।

বাহিরে ছোট একটু উঠান। উঠানের এককোণে কলা-গাছের ঝোপ। মোচা ফলিয়াছে। বাড়ী একেবারে নিস্তব্ধ!

বুঝিল, সকলে পলাইয়াছে! এবং হিরণ্ময়ীকে লইয়াই তারা পলাইয়াছে।

মনে প্রবল দ্বিধা! উহারা পুলিশের লোক? মন বলিল, কখনো নয়! পুলিশের লোক হইলে আঘাতে তাকে এমন বিপর্য্যস্ত করিয়া পলাইত না!

সঙ্গে সঙ্গে সারা দেহে রোমাঞ্চ! মনকে ধমক দিল, বলিল

—উহাদের পুলিশ বলিয়া মনে করিয়াছিলে, এই তো বুদ্ধি। বাহির হইতে যে-সব কথা শুনিয়াছিলে, সে-কথা পুলিশের মুখে বাহির হয় না। এই বুদ্ধি লইয়া তুমি আসিয়াছ অত-বড় বদমায়েসদের শায়েস্তা করিতে। তাও ছিলে বেশ, আড়ালে! হঠাৎ হুট্ বলিতে একেবারে বাড়ীর মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলে......তাও সম্পূর্ণ নিরস্ত্র হইয়া। ভাবিয়াছিলে, উহারা কাচা লোক? পুলিশের চোখে ধূলা দিয়া এখানে আত্মগোপন করিয়া আছে, উহারা বেহুঁশিয়ার? হুঁঃ, তুমি বেড়াও ডালে-ডালে, উহারা বেড়ায় পাতায়-পাতায়!

কিন্তু সূর্য্যকুমার? তার জন্যই সুশীলের এ দুঃসাহস! সে সূর্য্যকুমার আজ আর নাই। ষাড়ের শত্রুকে বাঘে মারিয়াছে! এদিক দিয়া তার কর্ত্তব্য শেষ।

তবে হিরণ্ময়ী!

উহারা বলিল, হিরণ্ময়ী ঐ বদমায়েসদের দলে যোগ দিয়াছে। তাই হিরণ্ময়ীকে গ্রেফতার করিয়াছে।...হায়রে, সে এমন নির্ব্বোধ, এ-সব কথা বিশ্বাস করিয়াছিল!

কিন্তু এমন অলস কল্পনা লইয়া এখানে পড়িয়া থাকিলে চলিবে না। এখনি গিয়া হিরণ্ময়ীর সন্ধান লওয়া চাই। নহিলে তার বিপদের সীমা থাকিবে না। এরা হয়তো হিরণ্ময়ীকে হত্যা করিয়া বসিবে। বলিতেছিল, বশ করা চাই

এই মেয়েকে। নিশ্চয় গভীর অভিসন্ধি আছে। কি ? কি সে ?

সুশীল পথে বাহির হইল। পাড়ায় গেল না, থানায় গেল না। পূর্ব্ব-রাত্রির কথা কাহাকেও প্রকাশ করিয়া বলিল না। ষ্টেশনের পথ ধরিয়া সোজা সে আসিল ইছাপুর ষ্টেশনে। আধ ঘণ্টা পরে ট্রেণ। সেই ট্রেণে চড়িয়া সুশীল কলিকাতায় ফিরিল।

শেয়ালদা ষ্টেশনে নামিয়া সুশীল গেল ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার ওষধ-পত্র দিলে সুশীল বাড়ী আসিল এবং তাড়াতাড়ি স্নানাহার সারিয়া লালবাজার পুলিশ-অফিসে ছুটিল।

একজন ইন্‌সপেক্টরের সঙ্গে পরিচয় ছিল। কেষ্টবাবু। কেষ্টবাবুকে শুধু পূর্ব্ব-রাত্রির কথা নয়, আনুপূর্ব্বিক সব কথা খুলিয়া বলিল। বলিয়া সে প্রশ্ন করিল—এরা এমনি যা খুশী বদ্‌মায়েসী করে বেড়াবে ? এর বিচার নেই ?

কেষ্টবাবু বলিলেন—ঘটনা ঘটেছে ইছাপুরে। এখান থেকে কলকাতার পুলিশ সে সম্বন্ধে কি করবে ? কিছু করবার অধিকার নেই, সুশীল।

সুশীল বলিল—হিরণ্ময়ীকে যে চুরি করে নিলে এলো ·· তার ব্যবস্থা ?

কেষ্টবাবু বলিলেন—যদি কলকাতায় নিয়ে এসে থাকে এবং যদি এই কলকাতাতেই হিরণ্ময়ীকে কোথাও বন্দী করে

রাখে, তাহলে বটে এখানকার পুলিশ এ-মকর্দ্দমা হাতে নিতে পারে!···আচ্ছা, তুমি এসো হিমাংশুবাবুর কাছে। তিনি একজন এক্সপার্ট ডিটেক্‌টিভ অফিসার। তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করি।

সুশীলকে লইয়া কেষ্টবাবু আসিলেন হিমাংশুর কাছে। পরিচয় করাইয়া দিয়া কেষ্টবাবু বলিলেন—একটা আশ্চর্য্য রকমের জটিল ব্যাপার ঘটেছে হিমাংশুবাবু···মানুষ খুন··· জুচ্চুরি···অর্থাৎ রোমাঞ্চকর এত ব্যাপারের এমন সমাবেশ দেখা যায় না।

সুশীলের পানে চাহিয়া হিমাংশু বলিলেন—কি ব্যাপার, সব কথা আমায় খুলে বলুন দিকিনি।

সুশীল তখন নিজেদের পারিবারিক কাহিনী খুলিয়া বলিল —সূর্য্যকুমারের বদমায়েসী অভিসন্ধি···তার কাকা বিনোদবাবুর কঠিন রোগের অন্তরালে সূর্য্যকুমার কি করিয়া তাকে ফতুর করিয়া দিয়াছিল···কাকার আত্মহত্যা···সূর্য্যকুমার ফেরার হইয়া বেড়াইতেছিল, তার মৃত্যু এবং ইছাপুরে তার আস্তানায় সুশীল দেখিয়া আসিয়াছে শশিভূষণবাবুর কন্যা বন্দিনী হিরণ্ময়ীকে!··· সেখানে যা-যা ঘটিয়াছিল···হিমাংশুর কাছে সুশীল সমস্ত খুলিয়া বলিল।

শুনিয়া হিমাংশু বহুক্ষণ গম্ভীর হইয়া বসিয়া বহু কথা চিন্তা করিলেন। তারপর বলিলেন—সূর্য্যকুমার একজন ওস্তাদ বলে

স্বর্গের সিঁড়ি

নাম কিনেছিল।···লেখাপড়া জানতো। গোড়ায় ভালো লোক ছিল···বেশ বিশ্বাসী এবং সাধু!···মজা হচ্ছে, মানুষ লোভে পড়ে একবার যদি একটা অন্যায় কাজ করে, তাহলে অন্যায় কাজ করার দিকে তার ঝোঁক ক্রমে এমন বেড়ে ওঠে যে নিজেকে সে আর নিবৃত্ত রাখতে পারে না। আমার এতকালের অভিজ্ঞতায় এই আমি দেখে আসছি। কিন্তু ও-কথা থাক্! সূর্য্য খুন হয়েছে! সে-খুনের তদারক করবে ইছাপুর-পুলিশ। আপনার শত্রু-নিপাত হয়েছে···তবে ঐ শশীবাবুর মেয়ের কথা যা বললেন···আচ্ছা, এই শশীবাবুর বাড়ী কোথায়?

সুশীল বলিল—কলকাতায়। আমার কাকাবাবুর সঙ্গে শশীবাবুর খুব বন্ধুত্ব ছিল। শশীবাবুর মস্ত ছাপাখানা। সেই ছাপাখানার জোরে তিনি অনেক টাকা করেছেন। কলকাতায় তিনি থাকতেন আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে। বরানগরে গঙ্গার ধারে মস্ত বাগান কিনেছিলেন। সে বাগানে মস্ত বাড়ী আছে। তিনি খুব সৌখীন লোক ছিলেন। কাকাবাবুর ওখানে ওরা আসতেন। শশীবাবু, শশীবাবুর স্ত্রী, দুই ছেলে অমল আর কমল, এবং এই মেয়ে হিরণ। অমল কমল দুজনেই মারা গেছে। তারপর থেকে শশিভূষণবাবুর শরীর খুব ভেঙ্গে পড়ে। আমার কাকাবাবুরও সেই সঙ্গে খুব দুর্দশা সুরু হয়···দু'পরিবারে দেখা-সাক্ষাৎও আর সেই অবধি নেই।

হিমাংশু বলিলেন—হিরণ্ময়ীকে আপনি ঠিক চিনেছেন ?

—নিশ্চয়। কোনো ভুল নেই।

—তাহলে এক কাজ করুন···

এই কথা বলিয়া হিমাংশু চাহিলেন কেষ্টবাবুর পানে, বলিলেন—হিরণ্ময়ীকে তার বাড়ী থেকে চুরি করে নিয়ে গিয়ে কোথাও আটকে রেখেছে—এই কথা লিখে সিম্পসন আর ওর দলের নামে সুশীলবাবু একটা দরখাস্ত দিন সাহেবের কাছে। নালিশের দরখাস্ত। সাহেব তার তদন্তর হুকুম দেবেন। তখন আমি নিজে সে দরখাস্ত চেয়ে নেবো এ-মামলার তদারক করবো বলে'। সে-ভার পেলে মেয়েটির উদ্ধার-সাধনের জন্য যা দরকার হবে করবো।

কেষ্টবাবু বলিলেন—সেই ঠিক হবে, স্যর। তাছাড়া এ জোট আপনি ছাড়া আর কেউ খুলতে পারবে না! এত বড়···

হিমাংশু বলিলেন—তাহলে একখানা কাগজ আনিয়ে দাও কেষ্ট।···ইনি দরখাস্ত লিখে ফেলুন। তুমি বলে' লিখিয়ে নাও। আমার একটু কাজ আছে···একবার কোর্টে যাবো। ভয় নেই হে, আধ-ঘণ্টার বেশী সময় লাগবে না। ফিরে এসে সাহেবের কাছ থেকে অর্ডার করিয়ে নেবো।

তাহাই হইল।

কোর্ট হইতে হিমাংশু ফিরিলেন···সুশীলের নালিশ ততক্ষণে লেখা হইয়া গিয়াছে। নালিশের দরখাস্ত দেখিয়া হিমাংশু সেখানা লইয়া ডেপুটি-কমিশনারের কামরায় গেলেন।

ফিরিলেন প্রায় পনেরো মিনিট পরে। ফিরিয়া তিনি বলিলেন—অর্ডার করিয়ে নিয়েছি। আপনি এবার বসুন আমার কাছে। যা-যা জিজ্ঞাসা করবো, একটি-একটি করে জবাব দিন্। আপনার কাছ থেকে যতখানি জানা যায়, জেনে নি··· তারপর অবশ্য শশিবাবুর ছাপাখানার নাম শুনেছি···সে ছাপাখানাতে বহুবার গিয়েছি। ছাপাখানার নাম তো বেঙ্গল প্রিণ্টার্স ?

সুশীল বলিল—হ্যাঁ।

হিমাংশু বলিলেন—সে ছাপাখানার ম্যানেজার ছিলেন বসন্তবাবু, কেমন না ? বসন্ত গাঙ্গুলি রিটায়ার্ড হেড-মাষ্টার।

সুশীল বসিল—অত খপর আমি জানি না।

হিমাংশু বলিল—আপনি জানেন না, আমি জানি। অনেক দিনের কথা···তা, সে ছাপাখানা এখনো আছে ?

—আছে।

—শশীবাবু বেঁচে আছেন ?

—আছেন কি নেই, জানি না। ছেলে দুটি মারা যাবার

আগে নাকি তাঁর স্ত্রী মারা যান্। তারপর ছেলে দুটি মারা গেলে তিনি যেন কেমন হয়ে গেলেন! বাড়ীতে থাকতেন না। কেউ-কেউ বলে, তিনি সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন।

হিমাংশু বলিলেন—মেয়েটির গার্জ্জেন তাহলে এখন কে?

সুশীল বলিল—আজ্ঞে, তা আমি জানি না।

হিমাংশু বলিলেন—মেয়েটি আপনাকে চেনে?

—চেনে।

—এখন আপনাকে দেখলে চিনতে পারবে?

—নিশ্চয়।

—হুঁ! বেশ...

বলিয়া হিমাংশু বসিলেন সুশীলকে লইয়া। সুশীলকে বিবিধ প্রশ্ন করিয়া যে-উত্তর পাইলেন, খাতায় আনুপূর্ব্বিক সে-সব কথা লিখিয়া লইলেন।

বেলা চারিটা বাজিল। লেখা শেষ হইল। লেখা শেষ হইলে হিমাংশু বলিলেন—অল্ রাইট্। আজ আপনার ছুটী। বাড়ী যান। কাকেও এ-সম্বন্ধে কোনো কথা বলবেন না। তার পর কাল বেলা বারোটার সময় লালবাজারে এসে আমার সঙ্গে দেখা করবেন। কাল থেকে কাজ সুরু।

স্বর্গের সিঁড়ি

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বেঙ্গল প্রিণ্টার্স

পরের দিন বেলা বারোটায় সুশীল আসিল লালবাজার পুলিশ-অফিসে।

হিমাংশুর সঙ্গে দেখা হইল। হিমাংশু বলিলেন—সেখানে আপনি একজনের নাম শুনেছিলেন,—নানডো?

—আজ্ঞে, হ্যা।

—'নন্দ' শোনেন নি···শুনেছিলেন, 'নানডো'?

—হ্যা।

হিমাংশু বলিলেন—তাহলে নিশ্চয় সেই সিম্পাসন আছে এর মধ্যে। মার্কিন বদমায়েস সিম্পাসন।

—বিলিতি লোক?

—হ্যা। এখানে একটা 'গ্যাঙ্' করেছে। ও-লোকটা নিউ-ইয়র্কের জেল-ফেরত দাগী। এখানে এসে বোম্বাইকে দিনকতক খুব জালিয়েছিল···তারপর যায় পুনায়···সেখান থেকে লাহোর। লাহোর থেকে একদম এই কলকাতায় নেমে এসেছে!···আচ্ছা, আপনার কি মনে হয়, সূর্য্যকুমার তার লুঠের টাকা-কড়ি কোনো ব্যাঙ্কে রেখেছিল?

সুশীল বলিল—সে সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না। তবে ব্যাঙ্কে নিজের নামে রাখলে ধরা পড়বে তো! কাজেই তা কি রাখতে পারে?

হিমাংশু বলিলেন—অন্য নাম নিয়ে ব্যাঙ্কে টাকা রাখা বিচিত্র নয়। কিন্তু তা যদি রাখবে, তাহলে এত জায়গা থাকতে ইছাপুরের মতো জায়গায় আস্তানা নেবার মানে বোঝা যায় না। কলকাতার এত কাছে ইছাপুর!

এ কথার উত্তর দিবার শক্তি সুশীলের ছিল না। সে চুপ করিয়া রহিল।

হিমাংশু বলিলেন—জানো, ক্ষুদে লাল পিঁপড়ের উৎপাত হলে সেখানে ডেয়ো-পিঁপড়ে ছেড়ে দেওয়া হয়…ডেয়ো-পিঁপড়েরা ক্ষুদি লাল পিঁপড়েগুলোকে খেয়ে নির্ম্মূল করে ছায়। …তেমনি এই সব বদমায়েসের মধ্যেও এক-দল হয় আর-একদলের শত্রু। আচ্ছা, এও তো হতে পারে যে ঐ সূর্য্যকুমার ইছাপুরের আস্তানায় তার লুঠের কড়ি লুকিয়ে রেখেছিল। সিম্পসনের দল সে-সন্ধান পেয়ে সেখানে গিয়ে হানা দেছে। তা যদি না হবে, মানে, সূর্য্যকুমার যদি ঐ সিম্পসনের দলের লোক হবে, তাহলে তাকে ওরা খুন করবে কেন? সূর্য্যকুমার খুন হয়েছে। এবং আমার বিশ্বাস, সূর্য্যকুমারকে মেরে ঐ সিম্পসন মার্কিনটা তার সব-কিছু লুঠ করে নিয়ে গেছে।

স্বর্গের সিঁড়ি

সুশীল বলিল—তা সম্ভব হতে পারে।

হিমাংশু বলিলেন—কাল থেকে নানা দিক দিয়ে আমি ব্যাপারটা ভেবে দেখছি। সে সব কোনো ধারণার উপর কিন্তু বেশ নির্ভর করতে পারি বলে মনে হচ্ছে না।··তবে এ ধারণা সত্যের খুব কাছ ঘেঁষে চলে, বোধ হয়।

কোনো জবাব না দিয়া একান্ত মনোযোগী দৃষ্টিতে সুশীল চাহিয়া রহিল হিমাংশুর পানে।

হিমাংশু বলিলেন—আমহার্স্ট স্ট্রীটে শশীবাবুর সে বাড়ী এখনো আছে?

—আছে, মনে হয়।

—ছাপাখানাও তো তার বাড়ীর পাশে?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ।

—শশীবাবুর মেয়ে ঐ বাড়ীতেই থাকতো?

—তা আমি জানি না।

হিমাংশু বলিলেন—থাকতো। আজ সকালে ওর প্রেসে আমি টেলিফোন করেছিলুম। এখন ও-প্রেসের ম্যানেজার হলো শরৎবাবু। এই শরৎবাবুটি একদিন পাবলিশার ছিলেন। নিজের এ্যাকাউণ্টে বই পাবলিশ্ করতেন। তার সে-কারবার উঠে গেছে। তিনিই এখন এ-ছাপাখানা দেখছেন।

স্বর্গের সিঁড়ি

সুশীল বলিল—হিরণ্ময়ীর সম্বন্ধে কোনো কথা শুনলেন তাঁর মুখে ?

হিমাংশু বলিলেন—তুমি পাগল হয়েচো। এ সম্বন্ধে আগে থেকে কাকেও কোনো আভাস দিতে আছে। বিশেষ শরৎ ছাপাখানার লোক···সেখানে আরো পঞ্চাশ রকমের লোক আছে···তাছাড়া ওর আবার একটু গল্পিক ঝোঁক আছে। নানারস দিয়ে একটা গল্প জমিয়ে তুলবে। এবং এমনি কথায়-কথায় এ-কথা পাঁচ-কাণ হয়ে যেতে পারে।···তা নয়। আমি শুধু ফোনে জিজ্ঞাসা করেছিলুম,—ম্যানেজার বসন্তবাবু আছেন ওখানে ? তাতে জবাব পেলুম, বসন্তবাবু পাঁচ ছ'মাস হলো মারা গেছেন ; ছাপাখানার ম্যানেজার এখন শরৎবাবু।··· এইটুকু মাত্র খপর নিয়েছি···ব্যস্' তারপর তদারক সুরু করবো। আপনি আমার সঙ্গে আসুন। দুজনে প্রথমে যাবো আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের বাড়ীতে। সেখানে শশীবাবু আছেন কি না, সব আগে সে খপর নেওয়া দরকার।

সুশীল বলিল—আমাকে যখনি বলবেন, যাবো আপনার সঙ্গে···

হিমাংশু বলিলেন—আমরা এখনি যাবো।···গাড়ী আছে··· আমার টু-শীটার। কিন্তু সে-গাড়ী নেবো-না। আমার সে গাড়ী অনেকে চেনে। সে-গাড়ীর বদলে আমার এক বন্ধুর আছে

স্বর্গের সিঁড়ি

বেবি-অষ্টিন্‌…সেই বেবি-অষ্টিন্‌খানা এখানে পাঠাতে বলেছি। সে-গাড়ী এলেই বেরিয়ে পড়বো।…

সুশীল বলিল—বেশ…

হিমাংশু বলিলেন—আপনি ততক্ষণ খপরের কাগজ পড়ুন—আমি একবার সাহেবের ঘর থেকে ঘুরে আসি।

•

সাহেবের ঘর হইতে হিমাংশু তখনি ফিরিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আর্দ্দালী মহাবীর সিং আসিয়া খপর দিল, ছোট গাড়ী আসিয়াছে।

—ও…বলিয়া তিনি ফিরিয়া চাহিলেন সুশীলের পানে, বলিলেন,—তাহলে আসুন।

সুশীল উঠিয়া দাঁড়াইল।

একটা ড্রয়ার খুলিয়া তার মধ্য হইতে টাইটভাবে-গুড়ানো ফিতা-বাঁধা একটা ছাতা বাহির করিয়া হিমাংশু বলিলেন—আসুন…

সুশীলের কৌতূহল হইল। শীতের হাওয়া বহিতে সুরু করিয়াছে! চলিয়াছেন গাড়ীতে চড়িয়া…তবু ছাতা লইতেছেন! প্রশ্ন করিল—ছাতা নিলেন যে!

মৃদু হাসিয়া হিমাংশু বলিলেন—ওটা আমার অভ্যাস হয়ে গেছে। শীত-গ্রীষ্ম, দিন-রাত…যখনি কোনো কাজে বাইরে

বেরুই, এই ছাতাটি আমি সঙ্গে নি। আর কোনো কাজে না লাগুক, কোনো বদমায়েস এসে যদি ঘাড়ে পড়ে, তাহলে কষে তাকে ছাতা-পেটা করতে পারবো তো! এ্যাঁ?

হাসিয়া সুশীল বলিল—তা বটে!

দুজনে নামিয়া আসিয়া বেবি-অষ্টিনে চড়িয়া বসিলেন। গাড়ীতে ড্রাইভার ছিল।…হিমাংশু তাকে বলিল—তোমাকে আর কষ্ট দি' কেন? তুমি ট্রামে চড়ে বাড়ী যাও। এ গাড়ী আমি নিজে ড্রাইভ করে যাবো।

ড্রাইভার চলিয়া গেল। হিমাংশু বসিলেন গাড়ী চালাইতে।

এবং বিশ মিনিটের মধ্যে গাড়ী আসিয়া আমহার্স্ট ষ্ট্রীটে বেঙ্গল প্রিণ্টার্স ছাপাখানার সামনে পৌঁছিল।

দুজনে গাড়ী হইতে নামিয়া অফিস-ঘরে ঢুকিলেন। সন্ধান করিবামাত্র ম্যানেজার শরৎবাবুর দেখা মিলিল।

শরৎবাবু মানুষটির মুখে বিনীত-বচন যেন বন্যার মতো উছলিয়া ঝরিয়া পড়ে। তার উপর আদর-অভ্যর্থনায় কি সমারোহ! পাণ চাই? চা? রুটি-টোষ্ট? ডাবের জল? সরবৎ? লিমনেড?

স্বর্গের সিঁড়ি

হিমাংশু বলিলেন—না মশায়, হাজার টাকার অর্ডার দিতে আসিনি! এসেছি···সামান্য একটু কাজ আছে···মানে, দু' হাজার হ্যাণ্ডবিল ছাপাতে হবে। আমরা একটা নতুন ব্যবসা ফাঁদছি।

শরৎবাবু বলিলেন—মোটে দু' হাজার!

—হ্যাঁ। যেমন আমাদের সামর্থ্য···দশ লাখ, বিশ লাখ নয়।

শরৎবাবুর ললাট একটু কুঞ্চিত হইল। তিনি বলিলেন—কিন্তু দেখুন, এ-সব বিজ্ঞাপনের কাজ আমরা করি না। গবর্ণমেণ্টের ফর্ম্ম ছাপি···এক লাখ, দু' লাখ, পাঁচ লাখ···

হিমাংশু বলিলেন—তা ছাপেন, আমি জানি। আপনাদের যিনি ম্যানেজার ছিলেন···বসন্ত বাবু···তিনি ছিলেন আমার আত্মীয়। কাজেই এক হাজার হ্যাণ্ডবিল···শুধু তাই কেন, আড়াই শো চিঠিও আপনাদের ছাপাখানা থেকে ছাপিয়ে নিয়ে গেছি, মশায়!···আমার সঙ্গে যে-ভদ্রলোকটিকে দেখছেন, ইনি আবার আপনাদের মালিক শশীবাবুর আত্মীয়। বসন্তবাবু নেই···নতুন ম্যানেজার···ছোট কাজ বলে যদি না নিতে চান্, তাই শশীবাবুর এই আত্মীয়টিকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি···বুঝলেন!

শরৎবাবু অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী। অপ্রতিভ হইতে জানেন না! বলিলেন—ও···তাহলে ঘরের কাজ। তা বেশ, বলুন, কি ছাপতে হবে? সাইজ? কাগজ আপনি দেবেন?···না, আমরা দেবো? ছাপার কাপি এনেছেন?

হিমাংশু বলিলেন—কাগজ এখনো আনিনি। সাইজ হবে ২০ × ১২ ··সাদা কাগজে সবুজ কালিতে ছাপবেন। দাম কত পড়বে ?

শরৎবাবু বলিলেন—দামের জন্য চিন্তা নেই। ঘরের কাজ ···যা হয়, দেবেন।

হিমাংশু বলিলেন—না, না ··তা কেন ।·· দাম আপনি বলে দিন। কাল সকালে কাজ দিয়ে যাবো। কাগজ আপনারাই দেবেন। যা লাগে, দাম নেবেন ··

শরৎবাবু বলিলেন—তাহলে আমি বেয়ারাকে ডাকি।

হিমাংশু চাহিলেন সুশীলের দিকে ··বলিলেন—আপনি শশীবাবুর বাড়ীতে যাবেন বলছিলেন, তাহলে যান, দেখা করে আসুন। আমি এদিকে· ·

কথা শেষ হইল না। কথা শেষ হইবার পূর্বে শরৎবাবু বলিলেন—বাড়ীতে তো কেউ নেই। কর্তা হরিদ্বারে ছিলেন। সেখান থেকে হঠাৎ এসে তিনি উঠেছেন বরানগরের বাগানে। আজ এই ক'দিন। তাঁর একটি মেয়ে ছাড়া আর তো কেউ নেই। তা সেই মেয়েকে লোক পাঠিয়ে চিঠি লিখে তিনি সেখানে নিয়ে গিয়ে রেখেছেন। এখানকার বাড়ী চাবি-বন্ধ বললেই হয়।

একাগ্র মনোযোগে হিমাংশু কথাটা শুনিলেন, বলিলেন—শশীবাবু তাহলে ফিরেছেন ?

শরৎবাবু বলিলেন—আমি তাকে দেখিনি···তবে শুনছি। মেয়ে বরানগরে গেছেন···সেও আজ প্রায় পাঁচ দিন হলো। হ্যাঁ···পাঁচ দিন বৈ কি। আজ হলো বুধবার···মেয়ে গেছেন শনিবারে।

হিমাংশু চাহিলেন সুশীলের পানে, বলিলেন—তাহলে আপনার এখানে আসা একেবারেই মিথ্যা হলো! শশীবাবু এসে উঠেছেন তার সেই বরানগরের বাড়ীতে।

সুশীল ইঙ্গিত বুঝিল, বলিল—হুঁ।

হিমাংশু বলিলেন—যাবেন না কি বরানগরে?

একটা কৃত্রিম নিশ্বাস ফেলিয়া সুশীল বলিল—এখন আর কি করে অতদূরে যাই। সেখানে যেতে হলে বাস্ ছাডা তো উপায় নেই। আর বিকেলের দিকে বাসে যে-রকম লোক-বোঝাই হয় ···প্রায় ব্ল্যাকহোল্-ম্যাশাকারের ব্যাপার!···আপনি তো আর আপনার গাড়ীতে করে আমায় সেখানে পৌঁছে দেবেন না!

হিমাংশু কি ভাবিলেন, তারপর বলিলেন—ওর বাড়ী-বাগান বরানগরের কোন্‌খানে?

সুশীল বলিল—বরানগরের বাজার জানেন? সেই বাজার থেকে একটা রাস্তা গেছে পশ্চিমে। সেই রাস্তায় বাড়ী-বাগান। মস্ত-বড় কম্পাউণ্ড। বাগানের একটা দিক একেবারে সেই গঙ্গার তীর পর্য্যন্ত গেছে···টানা।

স্বর্গের সিঁড়ি

হিমাংশু বলিলেন—আমি এক কাজ করতে পারি। কাল সকালে ওদিকে আমার যাবার কথা আছে· ·ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে থাকেন ভবদেব বাবু··সেই যে যাঁর এরোপ্লেন আছে ·তার সঙ্গে একটু দরকার আছে। আপনার যদি সুবিধা হয়, বেশ, আজ এখন সেখানে যেতে পারি ' মানে, ভবদেব বাবুর পুকুরে মাছ ধরবো বলে' অনেকদিন থেকে বাসনা' এ পর্য্যন্ত সময় পাইনি। সামনে শীত আসছে·· শীত-কালে ছিপে মাছ খাবে না। আপনাকে সিঁথির মোড়ে নামিয়ে দিতে পারি, তারপর আপনি সোজা চলে যাবেন'খন।

সুশীল চাহিয়াছিল হিমাংশুর পানে · একাগ্র-মনোযোগে। হিমাংশুর চোখে সে লক্ষ্য করিল নিষেধের ইঙ্গিত · বলিল—না, আজ থাক্···কাল সকালের দিকেই বরং যাবো। সকালে ওদিককার বাসে তেমন ভিড় হয় না।

হিমাংশু এবং সুশীলের যে-কথা হইতেছিল, শরৎবাবুও সে কথা শুনিতেছিলেন। এখন দুজনের কথা শেষ হইলে তিনি বলিলেন—আপনার সঙ্গে আমাদের কর্ত্তার কি সম্পর্ক ?

সুশীল বলিল—সম্পর্কে তিনি আমার কাকা হন।

—ও···

হিমাংশু বলিলেন—শশীবাবু কতকাল পরে দেশে ফিরলেন

শরৎ বাবু ?

শরৎবাবু বলিলেন—তা প্রায় সাত আট মাস পরে।

—সে-রকম সন্ন্যাস ন্যান্‌নি ?

শরৎবাবু বলিলেন—তার মানে ?

হিমাংশু বলিলেন—একবার সংসার ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন না ?...ফেরবার নাম ছিল না।'

মৃদু-হাস্যে শরৎবাবু বলিলেন—না, তেমন কখনো নয়। যেখানেই থাকুন, মাসে একখানি করে চিঠি লেখেন মেয়েকে। মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধে বেশ সজাগ আছেন।...মেয়েকেই সে-সম্বন্ধে কি-সব কথা লিখেছিলেন...

—আপনাদের তিনি চিঠিপত্র লেখেন না কখনো ? কাজ কর্ম্মের হিসাব-নিকাশ সম্বন্ধে ?

—না। মেয়ে ছাড়া আর-কাকেও চিঠি লেখেন না।

হিমাংশু বলিলেন—মেয়েকে বরানগরে যে নিয়ে গেলেন চিঠি লিখে...সে-চিঠি কে এনেছিল ?

—বরানগরের বাগানের মালী।

—সে-চিঠি আপনি দেখেছেন ?

শরৎবাবু বলিলেন, আজ্ঞে, না !

হিমাংশু বলিলেন—যাবার আগে মেয়ে আপনাদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন ?

—না।

—তাহলে কি করে জানলেন, বাপের চিঠি পেয়ে তিনি বরানগরে যাচ্ছেন?

—দাসী-চাকররা বললে কি না। মেয়ের কাছে আমাদের যেতে হয়। ছেলেমানুষ হলে কি হয়, বিষয়-বুদ্ধি বেশ! বিল-টিল সব নিজে ছাখেন, তবে পেমেণ্টের ব্যবস্থা হয়!··· রবিবারে শুনলুম, তিনি এখানে নেই···কর্ত্তা এসে বরানগরের বাগানে উঠেছেন···চিঠি লিখে তিনি মেয়েকে সেইখানে নিয়ে গেছেন।

—মেয়ে কিসে করে গেল?

—বাড়ীর মোটরে।

—সে-মোটর বাগানেই আছে? না. বাড়ীতে ফিরে এসেছে?

শরৎবাবুর মনটা কেমন ধ্বক্ করিয়া উঠিল! তুমি আসিয়াছ দু' হাজার হ্যাণ্ডবিল ছাপাইবার অর্ডার দিতে··· তোমার এত কৌতূহল কেন, বাপু?···কিন্তু···

তিনি ব্যবসায়ী লোক। খরিদ্দার লক্ষ্মী, তাই তিনি বলিলেন—না, গাড়ী ফিরে এসেছে। কিন্তু এত কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন, জানতে পারি।

—না, কোনো কারণ নেই···এমনি!

তারপর একটু চুপ করিয়া থাকিবার পর আবার তিনি

বলিলেন—এ ক'দিন মেয়ে এখানে নেই, কাজ-কর্ম্ম চেক করছে কে ?

শরৎবাবু বলিলেন—সেখানে লোক দিয়ে রিপোর্ট পাঠাচ্ছি।

—তিনি সে-সব চেক্ করেছেন ?

—যে-পিয়ন নিয়ে গিয়েছিল, কাগজ নিয়ে সে ফিরে এলো। বললে, দু'-একদিন পরে বাড়ী ফিরে তিনি কাগজ-পত্র দেখবেন।

হিমাংশুবাবু বলিলেন—এ-কদিনে বিল্-পেমেণ্টও বন্ধ তাহলে ?

শরৎবাবু বলিলেন—উপায় কি।

হিমাংশুবাবু বিস্ময় বোধ করিলেন।

তিনি কি বলিতে যাইতেছিলেন, বলা হইল না।

প্রিণ্টার ভূষণ দত্ত আসিল।

শরৎবাবু বলিলেন—এই বাবুর দু' হাজার হ্যাণ্ডবিল ছেপে দিতে হবে ভূষণবাবু। সাইজ ২০×১২। কাল সকালে উনি কাপি এনে দেবেন। একদিনে ছেপে ডেলিভারী দিতে পারবে ? মানে, কাল হলো বেস্পতিবার···শুক্রবার সন্ধ্যার সময় ডেলিভারী।

চশমাটা নাকের উপরে ঠেলিয়া তুলিয়া ভূষণ চুপ করিয়া রহিল···যেন মনে-মনে হিসাব কষিতেছে !

সুশীল বলিল—আমরা ঘরের লোক, মশায়। কর্ত্তাবাবু এখানে উপস্থিত নেই···তাঁর মেয়ে হিরণও নেই···নাহলে ·· মানে, হিরণ হলো সম্পর্কে আমার খুড়তুতো বোন্।

ভূষণ বলিল—দেবো ছেপে।

শরৎবাবু বলিলেন—কি কাগজে ছাপবে?

ভূষণ বলিল—ঐ যে জগন্নাথ কোম্পানির দরুণ কাগজ আছে···সাইজ হবে ২০ × ১২।

হিমাংশু বলিলেন—কত দাম পড়বে?

শরৎবাবু বলিলেন—দামের জন্য ভাবনা নেই মশায়, আপনারা ঘরের লোক।

হিমাংশু বলিলেন—বেশ, কাল সকালে তাহলে কাপি নিয়ে আসবো। প্রুফ আমরা দেখতে জানি না··আপনারাই প্রুফ দেখে দেবেন।

শরৎবাবু বলিলেন—তাই হবে। আমাদের খুব ভালো প্রুফ-রীডার আছেন।

হিমাংশু বলিলেন—আজ তাহলে আসি। নমস্কার।

সুশীল বলিল—নমস্কার।

দুজনে বাহির হইয়া পথে আসিলেন।

হিমাংশু বলিলেন—গাড়ীতে উঠুন, বরানগরের বাগানে যাওয়া যাক।

স্বর্গের সিঁড়ি

সুশীল বলিল—কিন্তু যা শুনলুম···শশীবাবু চিঠি লিখে হিরণকে নিয়ে গেছেন ?

হিমাংশু বলিলেন—ঠিক মিল্‌ছে। এখান থেকে সরাবার জন্য চিঠি। তবে সে-চিঠি শশীবাবু লেখেননি। সে চিঠি লিখেছে ঐ সিম্পাগনের কোনো চর।

স্বর্গের সিঁড়ি

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বুল্ ডগ্

বরানগরের বাজার ছাড়াইয়া হিমাংশু পশ্চিমের গলিতে ঢুকিলেন না, গাড়ী চালাইয়া সোজা তিনি উত্তর-মুখে চলিলেন।

সুশীল বলিল—এ-পথ নয় হিমাংশুবাবু…বায়ে যে-পথ গেছে, ঐ পথে।

হিমাংশু বলিলেন—যখন বরানগরে এসেছি, একটা কাজ ছিল, সে-কাজটুকু সেরে নিতে চাই।

সুশীলের বিরক্তি হইল। একজন ভদ্র-ঘরের অসহায় মেয়ে হিরণ্ময়ী, তার বিপদ…সে-বিপদে যথাসম্ভব শীঘ্র সাহায্য দরকার। সে-কাজ ফেলিয়া হিমাংশুবাবু এখন…

কিন্তু উপায় কি। সুশীল কোনো জবাব দিল না। মনের মধ্যে নানা কথা বায়ু-বিক্ষুব্ধ তরঙ্গের মতো আতালি পাতালি করিতে লাগিল।

দশ মিনিট পরে হিমাংশু একটা গলির মোড়ে গাড়ী দাঁড় করাইলেন। গাড়ী হইতে নামিলেন। নামিয়া সুশীলকে বলিলেন —আপনি একটু বসুন, আমি এখনি আসছি।

স্বর্গের সিঁড়ি

এই কথা বলিয়া সেই মোড়া-ছাতা হাতে হিমাংশু গলির মধ্যে ঢুকিলেন।

কার্ত্তিক মাস। ছোট বেলা। পাঁচটা বাজিতে-না-বাজিতে চারিদিক সন্ধ্যার অন্ধকারে ভরিয়া ওঠে। তার উপর চারিদিক ভয়ানক গুমট করিয়া আছে···বাতাসের নাম নাই। আশপাশের বাড়ী-ঘরে উনুনে আগুন দিয়াছে। বাতাসের অভাবে তার ধোঁয়া উপরে উঠিতে না পারিয়া সারা পল্লীকে আরো বেশী অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া তুলিয়াছে।

গাড়ীর মধ্যে বসিয়া সুশান্ত ভাবিতে লাগিল, সুধাকুমারের সম্বন্ধে চূড়ান্ত যা ঘটিবার, তা ঘটিয়া গিয়াছে। তার কর্ত্তব্যের ছুটি···এখন হিরণ্ময়ী। তাকে যদি ইছাপুরে সেই জীর্ণ গৃহে সে অবস্থায় না দেখিত, তাহা হইলে সুশান্ত আজ মুক্তির আনন্দে কতখানি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিত। কিন্তু গ্রহ বিরূপ··· কোথা হইতে বেচারী হিরণ্ময়ীর এ-বিপদ···

হিমাংশুবাবুর শরণ সে লইয়াছে সেই হিরণ্ময়ীর উদ্ধার-সাধনের জন্য। এক-মিনিটে এখন প্রলয় ঘটিয়া যাইতে পারে। ইছাপুরের সে-গৃহে সুশান্ত স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছে, ছেলে-মানুষ ঐ হিরণ্ময়ী···হাত-পা বাঁধিয়া তার উপর কি-রকম

স্বর্গের সিঁড়ি

প্রহার-নির্যাতন চলিয়াছে ! হিরণ্ময়ীকে উহারা কোথাও লইয়া গিয়া অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে চায়, নিশ্চয় ! নহিলে সেই চীৎকার ...হিরণ্ময়ী বলিয়াছিল, তাকে মারিয়া ফেলিলেও সে ঐ বদমায়েসদের সঙ্গে যাইবে না...

কোথায় লইয়া যাইবে ? কোথায় ? কেন উহারা হিরণ্ময়ীকে লইয়া যাইতে চায় ? সূর্য্যকুমারকে মারিয়া একটা ফন্দী সফল করিয়াছে, হিরণ্ময়ীকে দিয়া আবার কি নূতন ফন্দী পূর্ণ করিতে চায় ?

তাছাড়া সূর্য্যকুমারের ওখানে হিরণ্ময়ীকে লইয়া গেল কেন ? যে-কথা বলিয়াছে, সূর্য্যকুমারকে হিরণ্ময়ী আশ্রয় দিয়াছিল...

মিথ্যা কথা ! অসম্ভব !

এ-কথা যারা বলিয়াছে, তারা জাল পুলিশ। তাদের মুখে কোনো মিথ্যা-কথাই আটকায় না। স্বর্ণালকে ছলনায় ভুলাইবার জন্য তারা সে-কথা বলিয়াছিল।

ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের মতো এমন নানা কথা স্বর্ণালের মনের পাথারে মত্ত-তাণ্ডবে ওঠা-নামা করিতে লাগিল।

সময় কোথা দিয়া কি করিয়া যে কাটিতেছিল, চিন্তার এ-তরঙ্গোচ্ছ্বাসে স্বর্ণালের সেদিকে খেয়াল নাই।

অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ তার খেয়াল হইল। হিমাংশুবাবু বোধ হয় অনেক বেশী বিলম্ব করিতেছেন। অন্ধকার রাত্রি।

স্বর্গের সিঁড়ি

দিনের বেলায় এ-কাজে আসা উচিত ছিল! দিনের বেলায় আসা যখন ঘটিল না, তখন সন্ধ্যার মুখে…

তাছাড়া উনি একা আসিলেন! দু'চারজন সশস্ত্র পুলিশ পাহারওয়ালা সঙ্গে আনিলেন না! কি ভাবিয়াছেন? একা উনি…

ইছাপুরে সেই ছোট বাড়ীতে উঁহাদের যে-কাণ্ড সুশীল দেখিয়া আসিয়াছে…হিমাংশুবাবু বলিলেন, সিম্পসনের গ্যাঙ …মার্কিনের জেল-ফেরৎ দাগী সিম্পসন! এখানকার বদমায়েস-গুলোর প্রাণে যদি বা একবিন্দু মায়া-মমতা থাকে, মার্কিন দুর্বৃত্তের মনে সে-মমতার বিন্দুও থাকিতে পারে না। কারণ হিরণ্ময়ী বাঙালীর মেয়ে…স্বার্থসিদ্ধির জন্য তার প্রাণ লইতে মার্কিন-দস্যুর হাত এতটুকু কাঁপিবে না। দেশের মাটীর সঙ্গে এ-দস্যুর কোথাও তো প্রাণের যোগ নাই! এদেশের লোকের উপর তার কিসের মায়া!

বসিয়া থাকিতে থাকিতে সুশীলের শেষে অসহ্য বোধ হইল। ভাবিল, চাহি না আমি হিমাংশুবাবুর সাহায্য। সব-কাজের মধ্যে এ কাজ হয়তো হিমাংশুবাবুর কাছে অতি-তুচ্ছ…কিন্তু হিমাংশুবাবুর কাছে অতি-তুচ্ছ হইলেও সুশীলের কাছে এ-ব্যাপার…

সুশীল বসিয়া থাকিতে পারিল না! গাড়ী হইতে নামিয়া

পড়িল। নামিয়া দু'এক মিনিট কি চিন্তা করিল। তারপর দক্ষিণ-দিকে অগ্রসর হইবে স্থির করিয়াছে, এমন সময় পিছন হইতে শুনিল হিমাংশুর কণ্ঠস্বর—কোথায় চলেছেন সুশীলবাবু ?

সুশীলের বুকের উপর হইতে যেন ভারী পাথর সরিয়া গেল। সুশীল বলিল—বড্ড দেরী হয়ে গেল মশায় !

হিমাংশু বলিলেন—হ্যা, একটু দেরী হয়ে গেল। কিন্তু কতকগুলো খপর পেয়েছি। আমাদের কাজের পক্ষে সে খপর-গুলো বিশেষ সাহায্য করবে। আসুন, গাড়ীতে উঠে বসুন। চলি।

সুশীল ফিরিয়া গাড়ীতে বসিল। হিমাংশুও বসিলেন। বসিয়া গাড়ীতে স্টার্ট দিয়া গাড়ী ঘুরাইয়া তিনি বলিলেন—এখানে এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে গিয়েছিলুম। তিনি একটি গেজেট। রাজ্যের খপর রাখেন। বিশেষ এই বরানগর এলাকার। হিরণ্ময়ীর সম্বন্ধেও তিনি অনেক খপর রাখেন, দেখলুম।

এ-কথায় সুশীলের অন্ধকার-ভরা মনের মধ্যে আশার বিদ্যুৎ ঝলশিয়া উঠিল।

সুশীল বলিল—কি খপর ?

হিমাংশু বলিলেন—বরানগরের এ বাড়ী-বাগান—এর মালিক হলো হিরণ্ময়ী—শশীবাবুর মেয়ে। এ-বাগান সে পেয়েছে

তার মাতামহর কাছ থেকে—দানপত্র-সূত্রে। এ-বাগানে ও-বাড়া অবশ্য তৈরি করে দেছেন শশীবাবু—তার নিজের টাকায়। ও বাড়ী-বাগান আজ তিন-মাস খালি পড়ে আছে। ও-বাগানে যে মালী ছিল, তার চাকরির জবাব হয়ে গেছে তিন মাস আগে। সে এখন পালপাড়া। জগদীশ চৌধুরীর বাগানে কাজ করছে। তাছাড়া এ বাড়ী-বাগান বিক্রী করবার জন্য দু'চারজন দালালও নাকি ঘুরছে।

এ কথা শুনিয়া সুশীলের দুই চোখ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। সে বলিল—বাড়া যদি তিন-মাস খালি পড়ে আছে, তাহলে ও বাড়ীতে গিয়ে আমাদের কিছু লাভ হবে, আপনি ভাবেন?

হিমাংশু বলিলেন—সে-কথাও আমার মনে হয়েছে। কিন্তু এতখানি পথ যখন এসেছি, তখন ও-বাগানে একবার উঁকি না মেরে ফিরে যাওয়া ঠিক হবে না সুশীলবাবু।

সুশীল বলিল—আপনি যা বোঝেন। তবে অনর্থক হয়তো সময় নষ্ট হবে।

হিমাংশু বলিলেন—এখানে একজন দালাল আছে, বরদা সেন। সেই বরদা সেন আজ সকালে হিরণ্ময়ীর হাতের লেখা একখানা চিঠি পেয়েছে। সে-চিঠিতে হিরণ্ময়ী লিখেছেন, এ বাড়ী-বাগান সে বেচতে চায়··চব্বিশ হাজার টাকায়। বরদা যদি ঐ দামে বেচে দিতে পারে, তাহলে তাকে দালালী

দেওয়া হবে এক হাজার টাকা অর্থাৎ এক পার্‌-সেণ্ট হিসাবে নয়…আড়াই পার-সেণ্ট হিসাবে।

সুশীলের বুকখানা ধ্বক্‌ করিয়া উঠিল। সুশীল বলিল—বরদাবাবু যদি আজ এ-চিঠি পেয়ে থাকেন, তাহলে…

বাধা দিয়া হিমাংশু বলিলেন—আপনি যা বলবেন, বুঝেছি। অর্থাৎ এ-চিঠি পেয়ে থাকলে বোঝা যাচ্ছে, হিরণ্ময়ীকে কেউ বন্দী করে রাখেনি…নিজের ইচ্ছামতো সে এ-চিঠি লিখেছে! বেশ, দেখা যাক। ওদিকে শুনে এলুম হিরণ্ময়ীর বাবা হরিদ্বার থেকে ফিরেছেন এবং তিনি আছেন ঐ বাগানে; আর হিরণ্ময়ীকে বাগানে নিয়ে এসেছেন। হয়তো বাপের সঙ্গে পরামর্শ করেই তিনি হিরণ্ময়ীকে দিয়ে বরদাবাবুকে এই দালালী-চিঠি লিখিয়েছেন।

সুশীল প্রশ্ন করিল—এ-চিঠি ডাকে এসেছে? না, লোকের হাতে…তা কিছু শুনলেন?

হিমাংশু বলিলেন—বরদাবাবুর বাড়ীতে লেটার-বক্স আছে—সেই লেটার-বক্সে কে এসে চিঠি রেখে গেছে। চিঠি ডাকে আসেনি।

—বরদাবাবুর চিঠিতে হিরণ্ময়ী কোথাকার ঠিকানা দিয়েছে?

হিমাংশু বলিলেন—আমহার্স্ট ষ্ট্রীটের ঠিকানা। সে-চিঠিতে

নাকি আরো লিখেছে যে আজ সকালের ট্রেণে হিরণ্ময়ী কলকাতা ছেড়ে বেনারস যাবে।

সকালের ট্রেণে বেনারস ! সুশীলের সর্ব্বাঙ্গে রোমাঞ্চরেখা !

মোটর ইতিমধ্যে বরানগরের বাজার পার হইয়া দক্ষিণের গলি-পথ ধরিল।

গলির মধ্যে খানিক-দূর গিয়া ডাহিনে উঁচু-পাচিল দিয়া ঘেরা মস্ত বাগান।

বাগানের ফটক পার হইয়া খানিক অগ্রসর হইয়া হিমাংশু মোটর থামাইলেন। বলিলেন—গাড়ী এখানে থাকুক। দুজনে হেঁটে আর-একটু এগিয়ে যাই, চলুন। ফটক দিয়ে না ঢুকে নদীর ধার ধরে বাগানে ঢুকবো। আমরা এসেছি, সে-খপর কাকেও জানতে দিতে চাই না।

সুশীলের মনে রাজ্যের দ্বিধা। শশীবাবু যদি এ-বাগানে থাকেন, এবং হিরণ্ময়ীকে তিনি এখানে আনিয়া থাকেন, তাহা হইলে হিমাংশুবাবুর এত লুকোচুরির কি প্রয়োজন ? এ-কথা মুখে সে প্রকাশ করিল না···নিঃশব্দে হিমাংশুবাবুর সঙ্গে তার অনুসরণ করিয়া নদীর দিকে চলিল।

হিমাংশুবাবুর হাতে সেই মোড়া ছাতা···

সুশীল বলিল—আকাশে মেঘ বা রোদ্দুর কিছুই নেই···তবু ছাতা সঙ্গে নিলেন !

হাসিয়া হিমাংশু বলিলেন—বলেছি তো, অভ্যাস হয়ে গেছে।···আর কিছু না হোক, শেয়াল-কুকুর এলে তাদের তো ছাতাপেটা করতে পারবো।

খানিকটা পথ পার হইয়া আসিয়া সুশীল দেখে, সামনে গঙ্গা। জলের বুকে নৌকা···তীরে নৌকা। নৌকায় মাঝিরা রান্নাবান্না করিতেছে······একটা নৌকায় বসিয়া একজন মাঝি গান ধরিয়াছে—

[illegible]
যখন যাও,
[illegible]
[illegible]

দুজনে নিঃশব্দে আসিতেছিলেন, গান শুনিয়া হিমাংশু ডাকিলেন—সুশীলবাবু···

সুশীল বলিল—বলুন···

—মাঝি যে-গান গাইছে, মানে বোঝেন?

সুশীল বলিল—না।

হাসিয়া হিমাংশু বলিলেন—ও-গানের মানে হলো, পাঁকের মধ্য দিয়ে যদি নৌকো ঠেলে নিয়ে যাওয়া হয়, তাহলে পিছন-দিকে যে-চিন্ অর্থাৎ যে-চিহ্ন থাকে, সেই চিহ্ন দেখে বোঝা যায়, নৌকো কোথা থেকে এসেছে।

সুশীল বিমুগ্ধ হইল। বলিল—বাঃ, চমৎকার তো! সেকেলে কবির লেখা! তাদেরো তাহলে চমৎকার power of observation ছিল…

হিমাংশু বলিলেন—আপনি ভাবেন, এ-কালের কবিরাই শুধু ঐ দুর্লভ শক্তি নিয়ে জন্মেছেন! এ-কালের কবির কবিতা বা গান…তার জীবন ঐ মাসিক-পত্রের পিঠে দু'দিনের জন্য! আর সেকালের এ-সব কবির গান দেশের বুকে ভেসে আছে অমন দু'তিনশো বছর ধরে! আপনি বললেন power of observation…শুধু দেখবার শক্তিই তাদের অসাধারণ ছিল না! দেখে তা প্রকাশ করবার শক্তি অর্থাৎ আপনারা যাকে বলেন power of expression…সে-শক্তিও তাদের খুব অসাধারণ-রকম!

সুশীল বলিল—পুলিশে কাজ করলে কি হবে, আপনার literary sense এতখানি!

হিমাংশু এ-কথার জবাব দিলেন না। মাথার উপর আকাশে ক্ষীণ জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্নার সেই আলোয় কোনোমতে বড় বটগাছের শিকড় ছাড়াইয়া ভাঙ্গা ঘাটের খানাখোন্দল টপকাইয়া কাঁটা-গাছের জীর্ণ একটা ঝোপ ঠেলিয়া দুজনে বাগানে ঢুকিলেন।

হিমাংশু বলিলেন—এ-বাগানে আগে কখনো এসেছিলেন?

স্বর্গের সিঁড়ি

সুশীল বলিল—অনেক কাল আগে আমার কাকাবাবুর সঙ্গে একবার এসেছিলুম। হিরণ্ময়ী আমার জন্য আঁকসি দিয়ে অনেক চাঁপা-ফুল পেড়ে দিয়েছিল।

—কোন্‌দিকে ঘর, সিঁড়ি,—সব মনে আছে?

—তা কি আর ঠিক মনে আছে! তবে দেখতে দেখতে মনে পড়বে। বাড়ীখানা যেন গোলকধাঁধা! ঘোরা আর ফেরা সিঁড়ি আছে অনেকগুলো। হিরণ্ময়ী বলেছিল, বড়-দল জড়ো হলে চমৎকার লুকোচুরি-খেলা খেলা যায়।

হিমাংশু বলিলেন—এখান থেকে বাড়ী প্রায় সিকি মাইল হবে?

সুশীল বলিল—তা হবে। এ যেন একটা রাজ্য। শশীবাবু বলেছিলেন, এত-বড় কম্পাউণ্ড এখানে আর কারো নেই।

বড় বড় গাছপালার ফাঁক দিয়া জ্যোৎস্নার মৃদু আলো আসিয়া পড়িয়াছে। সেই আলোয় কাঁটা-ঝোপ বাচাইয়া দুজনে যথাসম্ভব নিঃশব্দে খানিক-দূর অগ্রসর হইয়া আসিলেন।

সামনে এবার খানিকটা খোলা জায়গা।

সুশীল বলিল—মনে পড়ছে, এখানে একটা মজা-পুকুর ছিল ...তার পাড়ে ছিল মস্ত ঝাঁকড়া দুটো নারকেলে-কুলের গাছ। সে পুকুর বুজোনো হয়েছে, দেখছি।

হিমাংশু বলিলেন—বাড়ী নয় যেন ফোর্ট! সামনে একটা

আস্তানা দেখছি···বোধ হয়, গোয়াল-ঘর ছিল। আমি এইখানে থাকবো। আপনি এগিয়ে শশীবাবুর সঙ্গে দেখা করুন গিয়ে; কাছে এই বাঁশী রাখুন। যদি উল্টো-রকম কিছু দেখেন, তাহলে বাঁশী বাজাবেন। আমি নিরস্ত্র নই, জানবেন। কাছে রিভলভার আছে। যদি দেখেন, শশীবাবু আছেন আর তার কাছে হিরণ্ময়ী কোয়ায়েট্ সেফ্—তাহলে কাজ চুকে গেল।

হিমাংশুর কথামতো সুশীল অগ্রসর হইয়া গেল। খানিকটা পথ আসিয়া দেখে, পাঁচিলের গায়ে মস্ত কপাট। বুঝিল, সে আসিয়াছে বাড়ীর পিছন-দিককার দ্বারে। দরজার গায়ে ভারি দুটো কড়া।

সজোরে সুশীল দ্বারের কড়া নাড়িল। নিস্তব্ধতার বুকে কড়া-নাড়ার সে শব্দ···ভারী অদ্ভুত-রকম শুনাইল। যেন নিস্তব্ধ দৈত্য-পুরীতে কে অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে দ্বার খুলিয়া সামনে দাঁড়াইল একজন জোয়ান লোক। তার গায়ে ফতুয়া, পায়ে জুতা নাই, কাপড় মালকোঁচা করিয়া আঁটা। লোকটার মুখ যেন বুল্-ডগের মতো। সে মুখ দেখিয়া সুশীলের বুকখানা ছাঁৎ করিয়া উঠিল।

স্বর্গের সিঁড়ি

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সিম্পসন

বুল্-ডগ্ বলিল—কি চাই ?

সুশীলের কণ্ঠ নিশ্চুপপ্রায়। কোনোমতে সে বলিল—শশীবাবু এসেছেন না ? আমি তার কাছে এসেছি। তাকে একবার খপর দেবে ?

বুল-ডগ্ বলিল—দ্বার অবারিত। আপনি ভিতরে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করুন।

নিমেষের দ্বিধা ! কিন্তু মনকে সুশীল তখনি চান্‌কা করিয়া লইল। ভাবিল, কিসের ভয়। কেন আসিয়াছি, তা তো এ জানে না !

খোলা দ্বার-পথে সুশীল ভিতরে প্রবেশ করিল।

ভিতরে খানিকটা খোলা জায়গা…জঙ্গলে আচ্ছন্ন। বুল্-ডগ্ বলিল—আসুন আমার সঙ্গে।

সুশীল নিঃশব্দে বুল্-ডগের সঙ্গে চলিল। এই খোলা-জায়গার পর একটা রোয়াক। রোয়াকের উপরে দ্বার। সেই দ্বার-পথে সুশীল ঘরে ঢুকিল।

স্বর্গের সিঁড়ি

ঘরের মধ্যে মিষ-কালো অন্ধকার···বুল্‌-ডগ্‌ বলিল—আলো নেই। ক'দিন বা উনি এসেছেন! তাছাড়া এ-সব ঘরের কোনো দরকার হয় না' তবু ইলেক্‌ট্রিক-মিস্ত্রীকে বলে পাঠানো হয়েছে···তারা সামনের রবিবারে এসে তার লাগাবে ···পুরোনো তারে কিছু আব নেই। সব পচে গেছে। আপনি আমার পিছু-পিছু আসুন নাহলে—হোঁচট খাবেন।

দু-চারিটা ঘর পার হইয়া একটা বড ঘরে আনিয়া সুশীলকে বুল্‌-ডগ্‌ বলিল—এ-ঘবে আলো আছে, জ্বেলে দি। আপনি তারপর চেয়ারে বসুন। আমি গিয়ে কর্ত্তা-বাবুকে খপর দি।

ফতুয়ার পকেট হইতে দেশলাই বাহির করিয়া বুল্‌-ডগ লণ্ঠন জালিল। সে-আলোয় সুশীল যেন প্রাণ পাইল।

ঘরে আবর্জ্জনার রাশি। দু'খানা জীর্ণ চেয়ার আছে। একখানা চেয়ার টানিয়া সুশীলকে বসিতে বলিয়া বুল্‌-ডগ্‌ বাহির হইয়া গেল।

সুশীল চেয়ারে বসিল। প্রথমেই মনে হইল, লোকটা বলিল শুধু কর্ত্তাবাবুর কথা! কর্ত্তাবাবুর মেয়ে হিরণ্ময়ী এখানে আছে কি না, সে-সম্বন্ধে কোনো কথা বলিল না। পরক্ষণে মনে হইল, সুশীল বলিয়াছে, সে কর্ত্তাবাবুর কাছে আসিয়াছে। হয়তো তার কাছে কাজ আছে। কাজেই হিরণ্ময়ীর কথার প্রয়োজন?

স্বর্গের সিঁড়ি

একটু পরে দ্বারের বাহিরে পদ-শব্দ···এবং একজন ভদ্রলোক আসিয়া ঘরে ঢুকিল।

ভদ্রলোকের চেহারা কুৎসিত। বাঁটুল আকৃতি, রঙ্ কালো। চোখ-মুখ দেখিলে মনে হয়, যেন আফ্রিকার জঙ্গল হইতে আসিয়াছে।

লোকটা প্রশ্ন করিল—আপনি এসেছেন। কাকে চান?

কুণ্ঠিত স্বরে সুশীল জবাব দিল—আজ্ঞে, শুনলুম, শশীবাবু এসেছেন। তাই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

লোকটা চট্ করিয়া জবাব দিল না। নিঃশব্দে সুশীলের পানে চাহিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিল—তাঁর সঙ্গে দেখা! আপনার নাম?

সুশীল নিজের নাম বলিল। কাকার নাম বলিল। তারপর বলিল—আমার কাকাবাবু ছিলেন শশীবাবুর বিশেষ বন্ধু।

এই কথা বলিয়া বক্তব্য শেষ করিল।

লোকটা বলিল—কিন্তু শশীবাবু আজ বাইরে গেছেন··· বিকেলের ট্রেনে।

সুশীল বলিল—তাঁর মেয়ে হিরণ্ময়ী? সেও তাঁর সঙ্গে গেছে?

লোকটা বলিল—তা আমি জানি না। আমি হচ্ছি হিরণ্ময়ীর মামা। আমি বিকেলে এসেছি। এখানে এসে কৈ, হিরণকেও তো দেখিনি।

—ও…বলিয়া সুশীল একটা ঢোক গিলিল। তারপর বলিল—তারা কেউ নেই। আমি তাহলে আসি।

এই কথা বলিয়া সুশীল চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

তীব্র দৃষ্টিতে সুশীলের পানে চাহিয়া লোকটা বলিল—হিরণকে চেনো ?

—চিনি।

—কতদিন থেকে চেনো ?

—কাকাবাবুর ওখানে শশীবাবুর সঙ্গে সে অনেকবার এসেছে-গেছে। ছেলেবেলা থেকেই তাই তাকে চিনি।

—বটে। তা, শশীবাবু যাবার সময় আমাকে বলে গেছেন, মেয়ে কথা শোনে না কি না, একা থাকে…তাই শশীবাবু বলে গেছেন, মেয়েকে যেন আমি এইখানে নিয়ে এসে রাখি। বাঙালার মেয়ে…বিয়ে দিতে হবে। মেয়েও কোথায় গেছে। তার ঠিকানা শশীবাবু আমায় দিয়ে গেছেন। ঠিকানা-লেখা কাগজখানা আমার জামার পকেটে আছে। আমি নিয়ে আসছি। আপনি বসুন…মেয়েকে যখন আপনি চেনেন বলছেন, ছোটবেলা থেকে চেনেন, তখন আপনাকে নিয়েই না হয় কাল সে-ঠিকানায় যাবো। আপনি বুঝিয়ে বললে হয়তো এখানে আসতে সে অমত করবে না। আসল কথা, আমি মামা হলেও আমায় বহুকাল দেখেনি কি না, চেনে না ! হাঃ-হাঃ-হাঃ !

এই কথা বলিয়া লোকটা বাহির হইয়া গেল। সুশীল নিস্পন্দের মতো দাঁড়াইয়া রহিল। মাথায় রক্ত ঝিমঝিম ছলাৎ করিয়া উঠিল। এ-সব কথার কোনটা মেলে না। আশাংশা যে শুনিয়া আসিলাম, হিরণ এখানে আসিয়াছে শুনি নাই। আর এই মামা বলিতেছে, [illegible] ঠিকানায়।

মনের মধ্যে সন্দেহ [illegible] ভরিয়া দিল। একদল বলিল—এই কদাকার কুৎসিত বোম্বেটে চোর লোক… এ হিরণের মামা? অসম্ভব। আর একদল বলিল—হিরণ দেখিতে ভালো বলিয়া তার মামাও যে কন্দর্পকান্তি হইবে, তার মানে হয় না।

এ তর্ককে প্রাণপণ শক্তিতে সুশীল মন হইতে বিদূরিত করিবার প্রয়াস পাইল। ভদ্রলোক অন্যায় বা অসম্ভব কথা বলেন নাই।…হিরণ কোথায় আছে, তার ঠিকানা বলিয়া দিবেন। তা ছাড়া হিরণ যাহাতে তার কাছে আসে, সেজন্য সুশীলকে তিনি সাহায্য করিতে বলিলেন। ইহাতে কি অপরাধ তিনি করিয়াছেন যে

হঠাৎ নিস্তব্ধ ঘরখানাকে কম্পিত করিয়া তীব্র ঝঙ্কার জাগিল। কে বলিতেছে—আমায় ছেড়ে দাও…ছেড়ে দাও… এখানে আমি থাকবো না, আমি থাকবো না।

স্বর্গের সিঁড়ি

কণ্ঠে আর্ত্ত-স্বর—ছাড়ো……ছাড়ো…ছাড়ো…না-হয় ফ্যালো আমাকে মেরে ..উঃ বাবা গো!

এ-স্বর শুনিবামাত্র চকিতের উত্তেজনা! এবং সে-উত্তেজনা-বশে সুশীল হারিকেন-লণ্ঠনটা হাতে তুলিয়া বাহির হইবার উদ্যোগ করিল।

যেমন দ্বারের বাহিরে পা দিয়াছে, ঘাড়ে যেন একটা বড় গাছ ভাঙ্গিয়া পড়িল! এক-গাদা লোক তার ঘাড়ে পড়িয়া তাকে ভূতলশায়ী করিয়া দিল। হাতের লণ্ঠন ছিটকাইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে আলো নিবিল!

অন্ধকার ঘর।

সে-অন্ধকারে কে বলিল,—মেরে ফেলিস নে দোবে… সাহেব বলে দেছে। এ বাড়ীতে খুন-খারাপি নয়, তাহলে সব কাজ পণ্ড হবে!

সাহেব! সুশীল ভাবিল, সেই মার্কিন শয়তান সিম্পসন নয় তো?

সুশীলকে ক'জনে পিছমোড়া করিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। মুখের উপরে টর্চ্চের আলো পড়িল। সে আলো লক্ষ্য করিয়া চোখ তুলিয়া সুশীল চাহিয়া দেখে, ইছাপুরের সেই লোক… যে-লোকটা পুলিশ-অফিসার বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল…!

স্বর্গের সিঁড়ি

সে বলিল—দোতলার ঘরে নিয়ে চলো। পাছু নিয়েছে রে সেই ইছাপুর থেকে। গোয়েন্দা! বুঝছিস না নন্দ?

নন্দ! এ-নামও তার পরিচিত! ইছাপুরে এ-নাম শুনিয়াছে!

হাত পা-বাঁধা সুশীলকে বহিয়া ক'জনে চলিল দোতলায়... টর্চের আলো ফেলিয়া। সকলের আগে চলিল নন্দ।

কাহারো মুখে কথা নাই। সুশীলের মনের মধ্যে আলো-ছায়ার ঝিকি-মিকি! মনে হইতেছিল, জীবনের সঙ্গে তার যা-কিছু সম্পর্ক, বুঝি, এইখানেই এবার শেষ হইবে।

দোতলার যে-ঘরে আনিয়া সুশীলকে নামাইয়া দিল, সে-ঘরে আলো ছিল। সুশীলকে মেঝের উপরে তেমনি অবস্থায় ফেলিয়া নন্দ বলিল,—পিঁপড়ের পালক ওঠে মরিবার তরে! এই তো তোমার কাঁচা বয়স হে ছোকরা! লেখাপড়া শিখেছো! কোথায় ওকালতি করবে, প্রোফেসরি করবে, না হয় গোয়েন্দা-গিরি! তা না করে হঠাৎ আমাদের পিছনে কেউ লেগেছো কেন বলো তো? ইছাপুরে এক-দফা শিক্ষা হলো, তারপর আবার এখান পর্য্যন্ত ধাওয়া করেছো! তোমার কি করেছি

বাবু ? কি পাকা ধানে মই দিয়েছি যে, আমাদের সঙ্গে লাগতে এসেছো!

সুশীল কোনো উত্তর দিল না—চুপ করিয়া রহিল।

নন্দ আবার বলিল—মেয়েটার জন্য এসেছো! তোমার বোন নয়, খুড়ো-পিসি-জেঠী নয়...ওর সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে, তাও নয়! তবে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবার দুর্মতি হলো কেন? জানো তো, মোষ তাড়াতে এলে মোষের শিঙের গুঁতো খাবার ভয় থাকে!

দলের লোকগুলো নন্দর এ-রসিকতায় হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

হঠাৎ সে হাসি থামিল এক নবাগতের গুরু-গম্ভীর স্বরে। নবাগত বলিল—নানুডো তুমি বড় টকেটিভ্ আছো! এতো বাক্য খরচার কি প্রয়োজন বলো তো! তুমি যাও নানডো, এ কামরায় থাকিস না। যাও...

মুখ ফিরাইয়া নবাগতের পানে চাহিয়া সুশীল দেখিল, প্যাণ্ট-কোট-পরা সাহেব। খুব জোয়ান মূর্ত্তি। কপালের পাশে কাটা দাগ...চোখ দুটো যেন চিড়িয়াখানায়-দেখা বাঘের চোখের মতো! তেমনি হিংস্র দৃষ্টি! যেন সেই বাঘের চোখ দুটা কে তুলিয়া আনিয়া ইহার কপালের নীচে বসাইয়া দিয়াছে! সুশীল বুঝিল, এই লোকই সেই জবরদস্ত শয়তান সিম্পসন!

সিম্পসনের একটি কথায় নন্দ সদলে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

সকলে চলিয়া গেলে সিম্পসন বসিল সামনের জীর্ণ কৌচে—বসিয়া সুশীলের পানে চাহিয়া শান্ত ভাবে কহিল—তুমি দুগ্ধপোষ্য বালক! তোমার উচিত হইয়াছে দুষ্ট সিংহের বিবরে প্রবেশ? বলিতে পারো. কিজন্য এখানে তুমি আসিয়াছ? আমার এখন অবকাশ আছে। তোমার কথা মন দিয়া শুনিব!

সাহেব ইংরেজীতে কথা বলিল।

এ কথায় ব্যঙ্গ, না শ্লেষ,—সুশীল বুঝিল না। সে চুপ করিয়া রহিল।

সিম্পসন বলিল—চুপ করিয়া আছো কেন? নিশ্চয় কোনো উদ্দেশ্য আছে! উদ্দেশ্য না থাকিলে এই রাত্রে তুমি এখানে আসিতে না! তার উপর ইছাপুরেও তোমাকে দেখিয়াছি। বালক, বলো, তুমি কি চাও?

সুশীল ভাবিল, ইহাদের হাতে যখন বন্দী হইয়াছি, তখন ইহারা আমাকে রাজ-তক্তে বসাইবে না নিশ্চয়! যখন জানিতে চাহিতেছে, তখন কথাটা প্রকাশ করিব?...করিলে তাহাতে কি বেশী অনিষ্ট ঘটিবে?

সুশীল তখন সূর্য্যকুমারের ইতিহাস খুলিয়া বলিল। সূর্য্য-কুমারের বিশ্বাস-ঘাতকতা, কাকা বিনোদবাবুর আত্মহত্যা, এবং

সুশীলকে কাকাবাবু যে শোধ লইবার আদেশ দিয়া গিয়াছেন! কোনো কথা সুশীল গোপন করিল না। সেই সূর্য্যকুমারের খপর পাইয়া সেদিন সন্ধ্যার সময় সুশীল গিয়াছিল ইছাপুরে এবং স্বচক্ষে সে দেখিয়া আসিয়াছে সূর্য্যকুমারের রক্তাক্ত মৃত দেহ!

সিম্পসন মনোযোগ দিয়া শুনিল। শুনিয়া প্রশ্ন করিল—সূর্য্যকুমারের ব্যাপার তো শেষ! তবু কেন এখানে আসিলে? একা আসিয়াছ? না, সঙ্গে লোক আছে?

সুশীল বলিল—শশীবাবুর সঙ্গে আমার কাকাবাবুর বন্ধুত্ব ছিল। শশীবাবুর মেয়ে হিরণ্ময়ীকে তোমরা চুরি করে এনেছো! তাই এসেছি সেই হিরণ্ময়ীর খোঁজে!

এ-কথা শুনিয়া সিম্পসন ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল। তারপর বলিল—হুঁ! তোমার খুব সাহস! শশীবাবুর কন্যা এইখানেই আছে। তাকে আমরা চাই, বিশেষ প্রয়োজনে। সে যদি আমাদের কথা শোনে, লক্ষ্মীর মতো…তাহা হইলে তার লাভ ভিন্ন লোকসান নাই! বেশ, তুমি তার বন্ধু। তুমি যদি তাকে সুবুদ্ধি দিতে পারো, চেষ্টা করিবে?

এ-কথা শুনিয়া সুশীলের বিস্ময়ের সীমা নাই! হিরণ্ময়ী এখানে আছে, স্বীকার করিল! শুধু তাই নয়, হিরণ্ময়ীর সঙ্গে সুশীলের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিবে, বলিল!

সুশীল বলিল—আমাকে কি করতে হবে ?

সিম্পসন বলিল—বেশী কিছু নয়! তার যে-ছাপাখানা আছে, সেই ছাপাখানা আমি এ বাড়ীতে আনিতে চাই। এই বাড়ীতে আমি ছাপার ব্যবসা করিতে চাই। এখানে রীতিমত ফ্যাক্টরী খুলিব। এবং শশীবাবুর ঐ ছাপাখানার সাহায্যে এমন-কিছু কাজ করিব, যে-কাজের জন্য শশীবাবুর কন্যা লক্ষ-লক্ষ টাকা লাভ করিবে এবং আমিও কোটীপতি হইব!

কোটীপতি! ছাপাখানার সাহায্যে! কি এমন বই বা কাগজ ছাপিবে, যা বেচিয়া···

কিন্তু এত চিন্তায় লাভ নাই। কোনমতে যদি হিরণ্ময়ীর সঙ্গে একবার দেখা হয়! তাই সুশীল বলিল,—বেশ, এ ভালো প্রস্তাব। হিরণ্ময়ীকে আমি বুঝাইয়া সম্মত করিতে পারিব বলিয়া মনে হয়।

সিম্পাসন বলিল—আপাততঃ শশীবাবুর কন্যা একখানা চিঠি লিখিয়া দিবে তার ম্যানেজারের নামে। এই কথা লিখিবে যে ছাপাখানা বেচিয়া দিয়াছে। যে-লোক চিঠি লইয়া যাইবে, যেন তাহাকে বেচিয়াছে ছাপাখানা মায় সরঞ্জাম—সেই লোকের হাতে ডেলিভারী দিবে। ব্যস্! তারপর আমার লোক মালপত্র আনিবার ব্যবস্থা করিবে। এ চিঠি বিনামূল্যে লিখাইতে হইবে না। এ চিঠির দাম দিব পঞ্চাশ হাজার টাকা!

তারপর ছাপাখানার কাজ চলিবে। সে-কাজে যা লাভ হইবে, তার ছ'আনা বখরা শশীবাবুর কন্যাকে দিতে রাজী আছি। রীতিমত দলিল-পত্র লেখাপড়া হইবে। বালক, এ শুধু আমার মুখের কথা নয়!

সুশীল বলিল—বেশ কথা! আমাকে নিয়ে চলুন হিরণের কাছে। আমি তাকে বুঝিয়ে বলবো।

—এসো…

সুশীলের হাত-পায়ের বাঁধন খুলিয়া দিয়া সিম্পসন তাকে লইয়া দু-তিনটা ঘর ও বারান্দা পার হইয়া একটা বড় ঘরে আসিয়া ঢুকিল। দ্বারের কাছে দু'জন লোক ছিল, তারাও ঘরে ঢুকিল।

এ ঘরে আসিয়া সিম্পসন চারিদিকে চাহিল। তারপর ক্রোধ-কম্পিত স্বরে ডাকিল,—মোটিচণ্ড…

রোগা-পানা একজন লোক বলিল—ইয়েস স্যর…

সিম্পসন বলিল—তোমার উপর ভার ছিল, মেয়েটার চৌকিদারী করিবে! মেয়েটা যেন এ-ঘর ছেড়ে অন্য ঘরে না যায়! সে এখন কোথায়? জবাব দাও।

মোতিচাঁদ মাথা নত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; কোনো কথা কহিল না।

সবলে তার টুঁটি টিপিয়া ধরিয়া সিম্পসন বলিল—তিন-

তিনবার তোমার গাফিলি। দুবার মাপ করিয়াছি, এবার আর মাপ নয়। তোমার এই তৃতীয়-বারের গাফিলির সাজা। মৃত্যু!

বলিয়া সবলে তাকে ধাক্কা দিল। মোতিচাঁদ ছিটকাইয়া কোণে গিয়া পড়িল। সিম্পসন চাহিল দ্বিতীয় অনুচরের পানে। বলিল,—মীর বখ্‌স্‌···

—হুজুর···

—মোতিচণ্ডকে বাঁধো। বাঁধিয়া সেই যে বড় শিশু-গাছ আছে, তার ট্রাঙ্কে কোষে লট্‌কিয়ে ফাঁশি দেবে! যদি গাফিলি করো, তোমার গায়ের ছাল ছাড়িয়ে লিবো। যাও···

ধাক্কা খাইয়া মোতিচাঁদ সেই যে পড়িয়াছে, উঠিবার নাম নাই! মীর বখ্‌স্‌ তাকে টানিয়া বাহিরে লইয়া গেল।

বাহিরে যাইবামাত্র মোতিচাঁদ আর্ত্ত কণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল। সে-চীৎকারে নিস্তব্ধ বাড়ী কাঁপিয়া উঠিল।
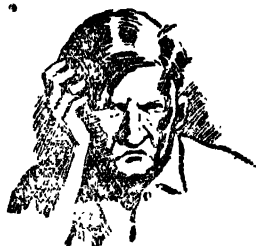
অষ্টম পরিচ্ছেদ

শৃঙ্খল

মোতিচাঁদকে মীরবখ্‌সের সঙ্গে পাঠাইয়া সিম্পসন চাহিল সুশীলের পানে। বলিল—কাকেও বিশ্বাস নেই। নিশ্চয় ষড়যন্ত্র চলেছে। লাভের কারবার! যেমন সব লাভের গন্ধ পেয়েছে ···অল্ রাইট্···তোমাকে বন্দী থাকতে হবে। মেয়েটাকে নিজে আমি খুঁজবো!

এই কথা বলিয়া সিম্পসন্ ডাকিল—জন্···

হাফ-প্যাণ্ট-পরা গেঞ্জি-গায়ে একজন লোক আসিয়া হাজির। সিম্পসন বলিল—এ লোকটির হাতে হাত-কড়া লাগাও···পায়ে আঁটো শিকল। এই ঘরে একে রেখে তুমি পাহারা দেবে। আমি সেই মেয়ের সন্ধান করবো।

এ-আদেশ নিমেষে পালিত হইল। দেখিয়া সিম্পসন বাহির হইয়া গেল।

চারিদিক নিস্তব্ধ। জনপ্রাণীর সাড়া নাই। চাঁদ তখন আকাশের গায়ে অনেকখানি ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে। মৃদু জ্যোৎস্না আসিয়া ঘরে লুটাইয়া পড়িয়াছে।

স্বর্গের সিঁড়ি

সুশীল ভাবিতেছিল, হিমাংশুবাবু একা সেই গাছ-তলায় এতক্ষণ কি করিতেছেন ? চুপচাপ দাঁড়াইয়া আছেন ? না…

কল্পনায় কোনো-কিছুর নাগাল মিলিল না ! শুধু ভাবে. গল্পে-উপন্যাসে যেমন থাকে, বিপদ যখন ছাঁকনি-জালের মতো চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিতেছে, মুক্তির উপায় যখন আর নাই, তখন যেমন পুলিশ আসিয়া সদলে হানা দেয়…হিমাংশু-বাবু যদি তেমনি…

কিন্তু হায়রে, নিষ্ফল আশা ! গল্পে-উপন্যাসে নায়ক-নায়িকাদের বাঁচাইবার জন্য মানুষ যেমন যা-খুশী গল্প লিখিতে পারে…সত্যকার জগতে সত্যকার বিপদ হইতে রক্ষা করিবার ভার লেখকের মতো তেমন করিয়া কে-বা লইবে !…

হিরণ্ময়ী কোথায় গেল ? মোতিচাঁদ ছিল হিরণ্ময়ীর পাহারায় ! মোতিচাঁদ তাকে মুক্তি দিয়াছে ! তা কি সম্ভব ? মুক্তি দিলে সে কখনো এখানে থাকে, শাস্তি-গ্রহণের জন্য ? মুক্তি দিলে মোতিচাঁদও সেই সঙ্গে এই বাগান, এই বাড়ী ছাড়িয়া পলায়ন করিত !

তা নয় ! তবে ?

মনে মনে ভাবিল, হিরণ্ময়ী যদি পলাইয়া থাকে, তবে তার চেয়ে আনন্দ আর কিছুতে নাই ! ভগবান যেন নিরাপদে তাকে নিরাপদ আশ্রয়-নীড়ে পৌঁছাইয়া দেন !

সিম্পসন যদি তাকে খুঁজিয়া না পায়? হয়তো প্রচণ্ড আক্রোশ পড়িবে সুশীলের উপর। ভাবিবে, সুশীলই হয়তো কোনো সুযোগে ঐ মোতিচাঁদকে শলা-পরামর্শ দিয়া পুরস্কারের লোভে এ [illegible] করিয়াছে।

তাহা হইলে সুশীলের নির্যাতনের সীমা থাকিবে না। না থাকুক, হিরন্ময়ী একটি মেয়ে। সে যদি নির্বিবাদে মুক্তি পাইয়া থাকে! আহা, তাই হোক।

কিন্তু হিমাংশু বাবু? হিমাংশু বাবু কি করিতেছেন? ..

সিম্পসন ফিরিল প্রায় পনেরো মিনিট পরে…ফিরিয়া সিম্পসন চাহিল সুশীলের পানে। বলিল—বুঝিয়াছি। ঐ মোতিচাঁদের সঙ্গে নিশ্চয় তোমার শলা-পরামর্শ ছিল। ঢের টাকা দিয়া তাহাকে হাত করিয়াছ। তোমারো মুক্তি নাই। আমার লোকজন হিরণ্ময়ীকে খুঁজিতেছে…যদি তাকে না পাওয়া যায়, তোমাকে মরিতে হইবে…কঠিন নিষ্ঠুর মৃত্যু। বালক বলিয়া এতটুকু মমতা নয়।

কথা শুনিয়া সুশীলের বিস্ময়ের সীমা নাই। খানিক আগে সে শুনিয়াছে হিরণ্ময়ীর সেই কণ্ঠ—কোনো ভুল নাই! আর হিরণ্ময়ীকে উহারা খুঁজিয়া পাইতেছে না? আশ্চর্য!

ভয় দেখাইল, হিরণ্ময়ীকে যদি না পায়, তাহা হইলে সুশীলকে প্রাণে রাখিবে না। বলিল, কঠিন নিষ্ঠুর মৃত্যু।

হিরণ্ময়ীকে যদি না পায়, তাহা হইলে এই গোঁয়ার-গোবিন্দ তাকে মারিয়া ফেলিবে শৃগাল-কুকুরের মতো? না···না!

হিরণ্ময়ীর প্রাণের বিনিময়ে যদি নিজের প্রাণ যায়··· যা-ক! সুশীলের মনে চকিতের জন্য একটা কথা জাগিল! সে মরিবে! কেন? মন বলিল, জলে ডুবিতেছে হিরণ্ময়ী, তখন তাকে রক্ষা করিতে গিয়া যদি তার প্রাণ যাইত, সে ছিল স্বতন্ত্র কথা! তাহাতে ক্ষোভ থাকিত না! তা বলিয়া অত্যাচারীর নির্য্যাতনে অকারণ মৃত্যু···

নাটক-নভেলের পাতায় এমন মৃত্যুর কথা লিখিয়া যিনি যত গৌরব বা গর্ব্ব বোধ করুন,···তাই বলিয়া সুশীল অকারণে প্রাণ দিতে পারিবে না! সে বাঁচিতে চায়, হিরণ্ময়ীও বাঁচিবে ···দুজনেই বাঁচিবে! নিজেকে যদি বাঁচাইতে না পারে, তাহা হইলে এ-জীবন মিথ্যা হইবে! এ-মৃত্যুতে লাভ?

কিন্তু হাতে-পায়ে বাঁধন···লোহার বাঁধন! কি করিয়া এ-বাঁধন খোলা যায়?

নাটক হইলে দু'বার টানাটানি করিবামাত্র এ-লোহার বাঁধন ঝন্‌ঝন্ শব্দে ভাঙ্গিয়া যাইত! কিন্তু এ তো নাটক নয়! সত্যকার জীবন! অত্যাচারীর অত্যাচার সত্যকার জীবনে এমন কঠিন, এত নিষ্ঠুর হয়!

বিনা-বাধায় ইহারা অভীষ্ট সিদ্ধ করিবে?

এমনি নানা কথায় বুকের মধ্যটা তোলপাড় করিতে লাগিল —মাথায় রক্তস্রোত বহিতেছে···তার ছলাৎ-ছলাৎ শব্দ যেন সুশীল কাণে শুনিতে পাইতেছে!

হঠাৎ বাহিরে তীব্র চীৎকার—ইউ রোগ্···ইউ মাষ্ট পে ফর ইয়োর কেয়ারলেশ্‌নেস (বদমায়েস···তোর অসাবধানতার জন্য তোকে সাজা পাইতে হইবে)!

সঙ্গে-সঙ্গে চাবুকের শব্দ! এবং একটা লোকের মরণ-আর্ত্তনাদ! সে-আর্ত্তনাদে রাত্রির স্তব্ধ আকাশ যেন চিরিয়া গেল!

সুশীল কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তার কাছে ছিল রক্ষী। সে-বাঙালী। তার পানে চাহিয়া সুশীল প্রশ্ন করিল—কিসের চীৎকার?

সে বলিল—মেয়েটাকে পাওয়া যাচ্ছে না···কেবলরাম ছিল তার পাহারায়। গাফিলতির জন্য সাহেব তাকে চাবুক মারছে!

সুশীলের বুকখানা ছাঁৎ করিয়া উঠিল! এখনো চলিয়াছে ঐ কশার শব্দ···সঙ্গে সঙ্গে সেই আর্ত্ত চীৎকার···

সুশীল বলিল—কে মারচে? লোকটা মরে যাবে যে!

সে বলিল—সাহেব এমন চাবুক মারে যে পিঠের ছাল উঠে যায়!

সুশীল বলিল—এমন লোকের কাছে কাজ করো কি ভরসায়? একটু ভুলচুক্ হলে যখন এমন সাজা!

···তৃতীয়-বারের গাফিলির সাজা—মৃত্যু !

—৭৯ পৃষ্ঠা

সে বলিল—উপায় নেই। ওকে গুরু বলে মেনেছি।

সুশীল বলিল—তুমি ভাবো, তোমার গুরুজী এমনি করে লোকের উপর অত্যাচার করে চিরদিন পালিয়ে বাঁচবে! তা কখনো হয় না। জগতের বিধি তা নয়!

সে বলিল—ও-সব কথা রাখো বাপু···তোমার সঙ্গে কথা কইছি, সাহেব যদি ছাখে, তাহলে ওর এখন মনের যা অবস্থা··· আমাকেও চাবুক কষিয়ে দেবে!

সুশীল বলিল—তোমরা জানোয়ারের চেয়েও অধম! পশু-বলকে এমন করে' মেনে চলো···অথচ তুমি বাঙালী! ভদ্র-ঘরে জন্মেছো বলে মনে হয়! নিজেদের বুদ্ধি কখনো খাটাবে না?

সে এবার বিরক্ত হইল। বলিল—ও-সব তুমি বুঝবে না বাবু···আমাদের জীবনে আস্টে-পৃষ্টে এত জোট পাকিয়েছি যে ঐ চাবুককে মেনে নেওয়া ছাড়া আজ আর বাঁচবার অন্য উপায় নেই। যতখানি পারি, চাবুক বাঁচিয়ে চলবার চেষ্টা করি। কিন্তু না, তুমি চুপ করো, কথা কয়ো না। সাহেব এইদিকে আসছে মনে হচ্ছে!

উৎকর্ণ হইয়া সুশীল চুপ করিয়া রহিল! খুব উৎকর্ণ··· কিন্তু পায়ের শব্দ শুনিল না। ভাবিল, আশ্চর্য্য! আমি পায়ের শব্দ পাইতেছি না, অথচ এ-লোকটা বলিতেছে, সাহেব আসিতেছে।

সিম্পসন সাহেব সত্যই আসিল। তার হাতে খুব জোরালো টর্চ্চ। টর্চ্চের আলো ফেলিয়া সে-আলোয় ঘরটাকে তন্ন-তন্ন করিয়া দেখিল। তারপর আলো ফেলিল সুশীলের মুখে... সে-আলোয় সুশীল দেখিল, সাহেবের দু-চোখে যেন হাজার-হাজার সাপ—কুটিল আক্রোশে ফণা তুলিয়া দংশন করিবার জন্য যেন ফুঁশিতেছে! এমন ভয়ঙ্কর দৃষ্টি সুশীল কোথাও দেখে নাই! কোনো মানুষের চোখে নয়, কোনো পশুর চোখেও নয়! হাতে-আঁকা শয়তানের ছবিতেও বোধ হয়, নয়!

সিম্পসন তার রক্ষীকে বলিল—তুই ওর ফন্দী শুনিতেছিস না কি? এ-লোকটা তোকে রক্ষা করিয়া দিবে, তুই যদি উহার শিকল কাটিয়া দিস্?

ভয়ার্ত্ত স্বরে লোকটা বলিল—না সাহেব, ওর শিকল কেটে সে-শিকল কি শেষে নিজের গলায় আঁটবো!

সিম্পসন বলিল—সে-কথা যদি মনে থাকে, তাহা হইলে বুদ্ধিমান বলিয়া তোর তারিফ করিব।

তারপর সিম্পসন চাহিল সুশীলের পানে। কি বলিতে যাইতেছিল, বলা হইল না—হঠাৎ বিউগ্‌ল্ বাজিল!

চমকিয়া সিম্পসন বলিল—পুলিশের বাঁশী?

কেহ উত্তর দিল না...সুশীল শুনিল। বিউগ্‌লের শব্দই বটে...বাহিরে। দূরে।

স্বর্গের সিঁড়ি

সিম্পসন একটু চঞ্চল হইল। বলিল—সাবধানের সময় নাই। ইহাকে এখানে রাখা হইবে না। টানিয়া আনো। নান্‌ডোকে ডাকো। তোমাদের উপর ভার…নীচে লইয়া গিয়া নদীর ঘাটে যে-লঞ্চ আছে সেই লঞ্চে তোলো, বুঝিলে? লইয়া যাইবার পূর্ব্বে উহার মুখে মুখোস আঁটিয়া দাও। চেঁচাইয়া পুলিশকে সন্ধান দিতে পারিবে না।

কথা শেষ করিয়া সিম্পসন বাঁশী বাজাইল…বাঁশীর সে শব্দে চকিতে পাঁচজন জোয়ান গুণ্ডা আসিয়া দেখা দিল। সিম্পসন বলিল—বন্দী এই যুবককে লইয়া গিয়া লঞ্চে তোলো…এখনি…

সুশীলকে প্রায় পাঁজাকোলা করিয়া তারা লগেজের মতো তুলিয়া বহিয়া লইয়া গেল।

নীচে বাগান। সুশীলকে লইয়া বাগানে আসিল। তারপর ঝোপ-ঝাপের পাশ দিয়া সকলে চলিল নদীর দিকে।

চলিতে চলিতে তাদের মধ্যে দু'-চারিটা কথা হইতেছিল।

১। মোতিচাঁদকে গাছে লটকাইয়া তার ফাঁসির ব্যবস্থা হইয়াছে।

২। তাজ্জব বাত্‌! মেয়েটাকে উড়াইয়া দিল!

৩। জানে, বড়লোকের মেয়ে! তাকে তার গাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিলে বিশ-পঁচিশ হাজার টাকা পাইবে!

৪। টাকার জন্য বেইমানি! আরে ছো!

১। মোতিচাঁদের কে-এক ভাই জুটিয়াছে—আজ সকালে। সে কোথায় গেল ?

২। ভাই নয়···হয়তো চর !

৩। কিন্তু বিউগ্‌ল্‌ থামিয়া গেল যে !

৪। পুলিশের বিউগ্‌ল্‌ নয়। ও-পাড়ায় কারা সখের থিয়েটারে রিহার্সাল দিতেছে। রিহার্সালের বিউগ্‌ল্‌।

১। কিন্তু এ-ছোক্‌রাকে লঞ্চে পূরিয়া কোথায় লইয়া যাইবে ?

২। সাহেব আসিয়া রাখিবে কি লইয়া যাইবে ব্যবস্থা করিবে।

সকলে চলিয়াছে। সন্তর্পিত গতি···পথে কাঁটার অভাব নাই।

হঠাৎ সিম্পসনের কণ্ঠ-ধ্বনি। পিছনে···একটু দূরে। সিম্পসন বলিল—ওখানে একটা গর্ত্ত আছে···সেই গর্ত্তে শুক্‌নো পাতা ফেলিয়া দে। তারপর ছোকরাকে গর্ত্তে ফেলিয়া সেই শুকনো পাতায় দে আগুন জ্বালাইয়া! ছোকরা পুলিশের স্পাই। উহার বুদ্ধির দাম কড়ায়-গণ্ডায় শোধ হইয়া যাক !

কথা শুনিয়া সুশীলের আপাদ-মস্তক ঝন্‌ঝন্‌ করিয়া উঠিল।

তার পর ক'পা অগ্রসর হইয়াছে, আবার সিম্পসনের কণ্ঠ—

ঐ সেপাই! উহাকে নামাইয়া শোয়াইয়া দে···পাতা···পাতা···পাতা···শুক্‌নো পাতা···জ্বাল্ দেশলাই···

সুশীলকে মাটীতে ফেলিয়া সকলে শুক্‌নো ডাল-পাতা সংগ্রহ করিতে লাগিল।

সিম্পসন বলিল—তুমি আসিয়াছিলে, মেয়েটার সন্ধান লইতে! বুদ্ধিমান! তোমার বুদ্ধি যদি ধরিতে না পারিব, তাহা হইলে বৃথা আসিয়াছিলাম তোমাদের এ ভারতবর্ষে!··· আমার এ মার্কিন মাথা···হা···হা···হা···ইউ পুলিশ স্পাই! ইউ পে ফর ইওর উইট্ (পুলিশের লোক—এখন তোমার বুদ্ধির দাম দাও)।

সিম্পসন চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে···বীরের মতো দর্পিত ভঙ্গী। তার লোকজন শুধু লম্ফঝম্ফ করিয়া বেড়াইতেছে··· সুশীল শুইয়া আছে···দু'চোখ উন্মীলিত···আকাশের পানে।

আকাশে যেন নক্ষত্রের হাট বসিয়াছে!

নবম পরিচ্ছেদ

অসম্পূর্ণ

সুশীলের বুকের মধ্যে যা হইতেছিল···বুকের ভিতরটা যেন মস্ত ফ্যাক্টরি! এবং সে-ফ্যাক্টরিতে ঘর্ঘর-শব্দে অসংখ্য চাকা ঘুরিতেছে। সেই সঙ্গে বড় বড় পাথর-ফাটার শব্দ···

হঠাৎ একটা নীল আলোর ঝল্‌কানি! আকাশে-বাতাসে পৃথিবীর বুকে কে যেন উজ্জ্বল নীল রঙ মাখাইয়া দিয়াছে!··· নীল আলো জ্বলিয়া চকিতে নিবিয়া গেল।

সিম্পসন সোল্লাসে বলিল—তারা আসিয়াছে······মাই পার্টনার্স ইন দিস গেম (এ-বাড়িতে আমার ভাগীদারের দল)! নাউ বী কুইক ল্যাড্‌স্ (তাড়াতাড়ি সারিয়া নাও, হে আমার বালকবৃন্দ)!

সুশীলের সর্বাঙ্গে কাঁটা! আলো-আঁধারে স্পষ্ট কিছু দেখা যায় না··তার সংহারের জন্য কি-আয়োজনই চলিয়াছে! যা চলিয়াছে···সত্যই তাকে খানায় ফেলিয়া শুষ্ক পত্র-পল্লবে আগুন

* এ-আলোর অপূর্ব্ব রোমাঞ্চকর কাহিনী এই সিরিজের “নীল আলো” গ্রন্থে ছাপা হইয়াছে।

জ্বালিয়া সেই আগুনে পুড়াইয়া মারিবে নাকি? এত-বড় রাক্ষস!

অথচ সুশীল কি করিয়াছে? হিরণ্ময়ী যদি ইহাদের হাত হইতে পলাইয়া থাকে, ইহাদের তাহাতে এমন সর্ব্বনাশ যে সন্দেহ-বশে জীবন্ত তাকে পুড়াইয়া মারিতে দ্বিধা নাই? সিম্পসন নর-রাক্ষস হইতে পারে, কিন্তু তার এই সব অনুচর? কি এমন দুশ্ছেদ্য বন্ধনে সিম্পসনের পায়ে বাঁধা আছে যে বাঙলা দেশে জন্ম লইয়া এমন তাদের রাক্ষস-বৃত্তি!

পয়সার লোভ? পয়সা এত-বড়? তাছাড়া এ-পয়সা ভোগ করিবে কবে? কি করিয়া ভোগ করিবে? সে সম্বন্ধে একবার চিন্তা করিয়া দেখিবে না?

সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল, সেই যে বিউগল্ বাজিয়াছিল··· সিম্পসন বলিল, পুলিশের সঙ্কেত···সে পুলিশ কোথায় গেল? কেন তারা এত দেরী করিতেছে?

সিম্পসন আবার চীৎকার করিল—বী কুইক্···(শীঘ্র কাজ সারো)···

লোকজন শুষ্ক ডাল-পালা পাতা কুড়াইয়া এক-জায়গায় জড়ো করিতে লাগিল। সিম্পসন সেদিকে টর্চ্চ ঘুরাইয়া আলো নিক্ষেপ করিল। সুশীল একবার চাহিয়া দেখিল। দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল! তার মনে হইল, কপালকুণ্ডলা-উপন্যাসে

পড়িয়াছিল, কাপালিকের সেই পূজার্চ্চনা···দেবীর সামনে হাত-পা-বাঁধা নবকুমার···দেবীর হাতে প্রকাণ্ড ধারালো খাঁড়া। কিন্তু নবকুমারকে বলি দিতে পারে নাই। কপালকুণ্ডলা আসিয়া তার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল।

যত গল্প পড়িয়াছে, সব গল্পেই এমন বিপদ হইতে নায়কের দল রক্ষা পাইয়াছে। কিন্তু হায়রে, সে গল্প। এ বাস্তব। তা-ছাড়া সুশীল কোনো গল্প-উপন্যাসের নায়ক নয় তো যে লেখক-বিধাতা সদয় হইয়া miracle ঘটাইয়া তাকে এ মহাদায়ে রক্ষা করিবেন!

পত্র-পল্লব জড়ো করা চলিয়াছে, এমন সময় হঠাৎ নন্দ আসিয়া হাজির।

সিম্পসন বলিল—ব্লু-লাইট্ (নীল আলো) দলের কেহ আসিয়াছে?

নন্দ বলিল—না সাহেব···তারা আগাম্ টাকা না পেলে আসবে না, বলে পাঠিয়েছে।

সিম্পসন বলিল—ড্যামিট্···আগে টাকা দিব? এদিকে মেয়েটার সন্ধান নাই। মেয়ের সন্ধান পেলে?

নন্দ বলিল—না। তার সন্ধান করতে গিয়ে দেখতে পাচ্ছি, আমাদের দলের জীমুত্ নেই···সেই সঙ্গে সাত্যকি, শচী আর করালী উধাও! মোতিচাঁদের ভাই এসে দেখা দিয়েছিল···

নিমচাঁদ। তাকে দেখলুম, ঠ্যাং ভেঙে আস্তাবলের ধারে পড়ে আছে!

সিম্পসন বলিল—এখনো সেখানে পড়ে আছে? তার মুণ্ডুটা কেটে ধড় থেকে বাদ দেওয়া হয়নি!

নন্দ বলিল—না সাহেব, মুণ্ডু কাটা-কাটি···ও-সব কাজ আমাদের দ্বারা হবে না। আমরা বড়-জোর গুলি চালাতে পারি। না-হয় বুকে ছুরি-ছোরা বিঁধতে পারি···তার বেশী নয়।

সিম্পসন বলিল—অল্ রাইট্! তুমি এখানে থাকো। এই ডেঁপো ছোকরা···আই সে, হী ইজ এ পুলিশ-স্পাই···একে ঐ গর্তের মধ্যে ফেলা হবে। তারপর ঐ শুকনো ডাল-পালা ওর উপর চাপিয়ে তাতে আগুন লাগাবে। তোমার মাথার পরোয়ার ···আগ্ লাগাতে হবে না! শুধু দেখিবে, কাজটা যেন হয়!

এ-কথা বলিয়া সিম্পসন চাহিল সুশীলের পানে। বলিল—লাষ্ট চান্স, কোথায় সে-মেয়েটাকে লুকাইয়াছ, বাহির করিয়া দিবে? নহিলে দেখিতেছ তো, সামনে অগ্নি-শয্যা··· choose between the two (দুটোর মধ্যে কি করিবে, বাছিয়া লও)।

সুশীল বলিল—আমি জানি না, সে-মেয়ে কোথায়···

—আচ্ছা, তবে মরো।···নান্‌ডো, ইউ সী ছাট্ দিস্ ইজ্ ডান্ (এ-কাজ সম্পন্ন হয়)!

সিম্পাসন দু'পা অগ্রসর হইয়াছে, হঠাৎ আর্ত্তনাদ···

সঙ্গে সঙ্গে দু'চারিটা পিস্তলের আওয়াজ· ·

চমকিয়া সুশীল চাহিয়া দেখে, এক-দল লাল-পাগড়ী কনস্টেবল্···সার্জ্জেণ্ট ! তাদের হাতে টর্চ্চ।

চকিতে এদিকে বিপর্য্যয় ব্যাপার ঘটিয়া গেল। যে-লোক-গুলো ডাল-পাতা কুড়াইয়া জড়ো করিতেছিল, তারা যে যেদিকে পারে, পলাইল।

সার্জ্জেণ্ট-কন্‌ষ্টেবলের দল আসিয়া বদমায়েসদের দু'-চারজনকে গ্রেফ্‌তার করিয়া ফেলিল···যেন মিরাক্‌ল্···সুশীলের মাথার মধ্যে ঝিমিঝিমি···স্বপ্ন না কি ?

স্বপ্ন নয়, সত্য ! তাহা সে বুঝিল হিমাংশুর কণ্ঠস্বরে।

দু'তিনজন লোক লইয়া হিমাংশু সুশীলকে বন্ধন-মুক্ত করিলেন।

হিমাংশুর কাছে আমূল বৃত্তান্ত শুনিয়া সুশীল বলিল—আপনার শক্তি সত্যই অসাধারণ ! চোখে আমি দেখছি, তাই ! নাহলে লোকের মুখে শুনলে বলতুম, বানানো রূপ-কথা !

অর্থাৎ···

সুশীলকে গাড়ীতে বসাইয়া হিমাংশু সেই যে কিছুক্ষণের

জন্য বিদায় লইয়াছিলেন…যাঁর কাছে তিনি গিয়াছিলেন, তাঁর নাম কোনোদিন প্রকাশ পাইবে না…তবে সে-ভদ্রলোক এক-দিন বড়-বড় বদমায়েসদের লইয়া মস্ত দল খুলিয়াছিলেন। সে দল যেভাবে লোকের ধন-রত্ন লুঠ করিত…লুঠ করিয়া লুঠের টাকায় বহু দান-ধ্যান…সে-সব কথা দেবী-চৌধুরাণীর সেই ভবানী পাঠকের কীর্ত্তি-কলাপের মত শুনাইবে! দলের যিনি ছিলেন সর্দ্দার…বাহিরে তাঁকে দেখিয়া কাহারো বুঝিবার সাধ্য ছিল না, তিনি এমন দুর্দ্দান্ত জীব! একবার বারাশতের ওদিকে এক অত্যাচারী জমিদারের গৃহে ডাকাতি করিতে গিয়া ভদ্রলোক সে-বাড়ীর এক অসহায়-বিধবার একটিমাত্র পুত্রের মৃত্যুর কারণ হইয়াছিলেন। বিধবার কাতর-অশ্রুতে তিনি এমন বিগলিত হন যে তাঁকে মা বলিয়া তাঁর পায়ে পড়িয়া মার্জ্জনা চাহিয়া প্রতিশ্রুতি দান করেন, এমন দুর্বৃত্ততার কাজ আর-কখনো করিবেন না! সেই অবধি…

তাঁর কাছে গিয়া হিমাংশু সব কথা খুলিয়া বলেন। তিনি হিমাংশুকে এ-বিষয়ে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন; এবং তাঁর যে দু'চারজন অনুচর ছিল, এখনো তারা তাঁকে মানিয়া চলে… তাদের তিনি এ-বাগানে পাঠাইয়াছিলেন হিরণ্ময়ীর উদ্ধার-সাধন করিতে। সেই অনুচরেরা বাগানে আসিয়া জীমূত, সাত্যকি ও নিমচাঁদকে দেখে। জীমূত, সাত্যকি, নিমচাঁদ এক-কালে

তাদের কাছে সাকবেদী করিয়াছিল। কাজেই তারা শুধু কথা শিরোধার্য্য করিতে নিমেষে রাজী হয় এবং তাদের সাহায্যে মোতিচাঁদের হাত হইতে হিরণ্ময়ীকে নিঃশব্দে সরাই। তাকে আনিয়া তারা রাখে হিমাংশুর জানা সেই সর্দার-ভদ্রলোকের গৃহে। হিমাংশুর কথায় সেই ভদ্রলোক লালবাজার পুলিশ-অফিসে খবর দিয়া বিশ চব্বিশজন সার্জেন্ট এবং পুলিশ-কনেস্টবল চান···এখনি তাদের আসা চাই।

ভ্যানে চড়িয়া পুলিশ আসিয়া উপস্থিত হয় লালদেবী কতকে, কেহ জানিত না। তাই বিউগল বাজাইয়া আগমন-সংবাদ জানাইয়াছিল। বিউগল শুনিবামাত্র হিমাংশু দিয়া তাদের সতর্ক করিয়া দেন। এদিকে সেই ভদ্রলোকের অনুচররা জীমূত এবং সাত্যকির সাহায্যে সিপাহীদের গতিবিধির উপর নজর রাখে এবং পুলিশ-ফোর্স লইয়া হিমাংশু আসিবামাত্র তাকে তারা নির্দেশ দেয়—এখানে একটা অমানুষিক হত্যার আয়োজন চলিয়াছে। হিমাংশু তখন পুরোবর্তী হইয়া পুলিশ-বাহিনী-সমেত আসিয়া পড়েন।

হিমাংশু বলিলেন—আমি মরিয়া হয়ে উঠেছিলুম। ভয় ডর মনে ছিল না। কেবলি মনে হচ্ছিল, now or never··· তাছাড়া দেখেছি, বিপদ থেকে কাকেও উদ্ধার করতে যদি একাগ্রভাবে মনোযোগী হই, তাহলে সব বাধা যেন নিমেষে

চূর্ণ হয়ে যায়। বিধাতা সহায় হন, সুশীলবাবু!…এ-যুগে আমরা অবিশ্বাসী হয়েছি, কিন্তু আমার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বেশ বুঝেছি, বিধাতা সহায় না হলে আমাদের পক্ষে এমন সব বড় বড় বিপদে কিছুই আমরা করতে পারতুম না! কোনো দিন নয়…

ভিতরকার রহস্য জানা গেল—সিম্পাসনের দু'চারজন অনুচরকে পীড়ন করিবামাত্র…

সূর্য্যকুমারকে হত্যার কারণ, সিম্পসন সূর্য্যকুমারকে দু'চারিটা কাজে সাহায্য করিয়াছিল…এ-সাহায্যের জন্য সূর্য্যকুমার পঞ্চাশ হাজার টাকা দিবে বলিয়াছিল। সে টাকা না দিয়া সূর্য্যকুমার চোরের মত পলাইয়া বেড়াইতেছিল! তাই সে-রাত্রে সূর্য্যকুমারের ঘরে গিয়া তাকে হত্যা…

হিরণ্ময়ীকে তার আগে ভুলাইয়া বাড়ী হইতে আনা হইয়াছিল। হিরণ্ময়ীর বাবার ছাপাখানায় কাজ করিত চিন্তাহরণ—চিন্তাহরণ ছিল আর্টিষ্ট। চিন্তাহরণের সঙ্গে সিম্পসনের কথা হয়—চিন্তাহরণের সাহায্যে সিম্পসন নামিবে নোট জাল করার কাজে। নোটের নক্সা চিন্তাহরণ আঁকিয়া দিবে এবং হিরণ্ময়ীর বাপের ছাপাখানার রঙীন কালিতে ছাপিবার যে-যন্ত্র আছে, সে-

যন্ত্রে নোট ছাপার কাজ চলিবে চমৎকার! এমন ছাপার যন্ত্র কলিকাতায় আর নাই। ভারতবর্ষে আর-একটিমাত্র ছাপাখানায় এ-যন্ত্র আছে—সে-যন্ত্র আছে নাসিকে। সে-যন্ত্রে সরকারী নোট ছাপা হয়! নোট যদি তৈয়ারী করিতে পারে, তাহা হইলে দুনিয়ায় কোনো দুঃখ থাকিবে না…দুনিয়া হইবে স্বর্গ! চিন্তাহরণের কথায় তখন স্থির হয়, হিরণ্ময়ীর বাপ বৈরাগ্য লইয়া সর্ব্বত্যাগী…মস্ত সুবিধা! হিরণ্ময়ীকে কোনো ছলে কবলে আনিতে পারিলে তার হাতের চিঠির সাহায্যে ছাপাখানা সরাইয়া আনা যাইবে! এবং ছাপাখানা রাখিবার পক্ষে সবচেয়ে ভালো জায়গা এই বরানগরের বাগান।

লোকালয়ের বাহিরে বাগান। বাহিরের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নাই। তাছাড়া এ-বাগানের মালিক হিরণ্ময়ী। সুতরাং এ-বাগানে যদি ছাপাখানার ঐ যন্ত্র আনা হয়, কাহারো মনে সন্দেহ জাগিবার কোনো কারণ থাকিবে না।

কিন্তু হায়রে, রাবণ-রাজার মতো সিম্পসনের এ-স্বর্গ কল্পনায় রহিয়া গেল…ছাপাখানা-সিঁড়ির অভাবে স্বর্গ আর তার মিলিল না!

স্বর্গের পরিবর্ত্তে বিচারে সিম্পসনের চূড়ান্ত সাজা হইয়া গেল। তার দলের কেহই সাজা হইতে অব্যাহতি পাইল না।

তারপর এ-দিককার গোলযোগ চুকিলে একদিন হিমাংশুর মধ্যস্থতায় সুশীরের সঙ্গে হইল হিরণ্ময়ীর বিবাহ!

সে-বিবাহে খুব ধূমধাম হইয়াছিল। কিন্তু সে-ধূমধামের কথা লিখিবার প্রয়োজন নাই। কারণ, সে-বিবাহে তোমাদের নিমন্ত্রণ হয় নাই! আমারো না! চোখে যাহা দেখি নাই—শোনা কথা···সে শোনা কথা লিখিলে তোমরাই বা বিশ্বাস করিবে কেন?

শেষ